চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
Sister masala
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 April, 2020 ■ আগরতলা, ১৮ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ৫ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাঙ্গাছড়ার যুবতীর রহস্যমৃত্যুর পুণরাবৃত্তি

দুর্গাবাড়ি চা বাগানে উদ্ধার নাবালিকার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। রাঙাছড়ায় কিশোরীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারের মাসাধিককালের মধ্যেই পুনরাবৃত্তি হল দুর্গাবাড়ি চা বাগান এলাকায়। শুক্রবার সকালে ১৩ বছরের এক নাবালিকার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বাগানে। ঘটনার প্রকৃত কারণ নিয়ে পুলিশ ধন্দে পড়েছে। এনসিসি এসডিপিও প্রিয়ামাধুরি মজুমদার বলেন, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে লকডাউনের মধ্যে এ-ধরনের ঘটনা জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

ঘটনা সম্পর্কে এনসিসি এসডিপিও বলেন, দুর্গাবাড়ি চা বাগান এলাকায় গ্রিন টাচ রিসোর্ট-এর পাশে খালি জায়গায় আজ সকালে এক নাবালিকার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, নিজ বাড়ি থেকে ১০০-১৫০ মিটার দূরে ওই নাবালিকার মৃতদেহ পড়েছিল। তাঁর কথায়, এখন পর্যন্ত ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হয়নি। তবে মৃতের পরিবারের সাথে কথা বলে জানা গেছে, আজ সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ প্রাকৃতিক কাজ করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়েছিল নাবালিকাটি। কিন্ত অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও সে ঘরে ফিরে না আসায় তার বাবা-মা খোঁজাখুজি শুরু করেন। তিনি জানান, বাড়ি থেকে ১০০-১৫০ মিটার দূরে গিয়েই মেয়ের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ দেখতে পান তার বাবা-মা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর আসে। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

এনসিসি এসডিপিও-র কথায়, কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে তা নিয়ে মৃতের পরিবারের সদস্যরা কিছু বলতে পারছেন না। ফলে ঘটনাটি খুন, নাকি আত্মহত্যা, তা তদন্ত না করা পর্যন্ত বলা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্ত সাতসকালে নাবালিকার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা যথেষ্ট রহস্যজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। সাথে নানা প্রশ্নও উঠেছেউ কারণ, মাসাধিককাল আগে মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন রাঙাছড়ার খালি জমিতে কিশোরীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। সেই রহস্য এখনও উন্মোচিত হয়নি। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে নানা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পদক্ষেপ দেশের আর্থিক যোগান বাড়াবে ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.)।। করোনা পরিস্থিতিতে দেশে অর্থের যোগান বাড়াতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নেওয়া পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার টুইটারে লেখেন, এই পদক্ষেপ দেশের আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে উপযোগী হবে।

করোনা সংক্রমণের ফলে দেশের টালমাটাল আর্থিক পরিস্থিতিতে ৫০ হাজার কোটি টাকার ঋণের যোগান বাড়িয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সেইসঙ্গে কমানো হয়েছে রিভার্স রেপো রেটও। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তের পরে টুইট করে মোদী লেখেন, আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই ঘোষণা দেশে অর্থের যোগান বাড়াবে। এই পদক্ষেপের ফলে আমাদের দেশের ছোট ব্যবয়ায়ী, চাষি ও গরিবদের সাহায্য হবে। এর ফলে রাজ্যগুলিরও অনেক সাহায্য হবে। মারণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের কলেজগুলিতে প্রফেসর পদ সৃষ্টির অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। রাজ্যের কলেজগুলিতে প্রফেসর পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। ২২টি ডিগ্রি কলেজের জন্য ওই পদ সৃষ্টি করা হবে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ তাঁর অফিসকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, রাজ্যের ২২টি ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রফেসর পদ ছিল না। কলেজগুলিতে শুধু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদ ছিল। তাই ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন থেকে কলেজগুলিতে প্রফেসর পদে নিয়োগ করা হবে। এজন্য গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রফেসর পদ সৃষ্টি করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, ত্রিপুরার ২২টি ডিগ্রি কলেজে বর্তমানে মোট ১১৫ জন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর রয়েছেন। তাঁদের মধ্য থেকে ১০ শতাংশ ক্যারিয়ার অ্যাডভান্স স্কিমের মাধ্যমে প্রফেসর পদে নিয়োগ করার জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁদের তিন বছর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রি থাকতে হবে। এছাড়া অন্তত ১০টি রিসার্চ পাবলিকেশন থাকতে হবে তাঁদের। এর মধ্যে অন্তত ৩টি পেপার রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর পদে থাকাকালীন থাকতে হবে। অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরদের মধ্যে ১০ শতাংশ হিসেবে বর্তমানে রাজ্যে ১২ জন প্রফেসর পদে নিয়োগ হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন রয়েছেন বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু ২৪শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ ১৬ এপ্রিলের বদলে ২৪ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে। করোনা মহামারির প্রকোপের মোকাবিলায় লকডাউনের জন্য সময়সূচি সামান্য পিছিয়েছে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা। তিনি জানান, সমস্ত উত্তরপত্র আগরতলায় মূল্যায়ন করা হবে। এর জন্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, ২১ কিংবা ২২ এপ্রিল থেকে উত্তরপত্র সংগ্রহের কাজ শুরু হবে। সেই মোতাবেক উত্তরপত্র মূল্যায়নের সূচি নির্ধারিত হবে। তবে, ফলাফল ঘোষণার ব্যাপারে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ আগামী ২৪ এপ্রিল থেকে শুরু হবে। এৰ আগে সিদ্ধান্ত ছিল আগরতলা, উদয়পুর এবং কুমারঘাট, এই তিনটি স্থানে মোট ৯টি ভেনুতে উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ করা হবে। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় পরিস্থিতি বদলে গেছে। পূর্বের সিদ্ধান্ত বদল করে শুধুমাত্র আগরতলায় উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগরতলায় ৬টি কেন্দ্রে উত্তরপত্র মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫টি, জানালেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডা. ভবতোষ সাহা।

সাথে তিনি যোগ করেন, উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হবে। তিনি বলেন, উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজে শিক্ষকের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। শুধুমাত্র আগরতলা শহর এলাকায় বসবাসকারী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে ডাকঘরে ও আগরতলায় বিএসএনএল অফিসে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। রাজ্যের পৃথক স্থানে দুটি সরকারী অফিসে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটল শুক্রবার। বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল কৈলাসহর মহকুমার মুখ্য ডাকঘর। শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রাহক ও ডাক কর্মীদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার দুপুরে আচমকা বিদ্যুৎ পরিবাহী তার পোড়ার গন্ধ অনুভব করে কৈলাশহর মুখ্য ডাকঘর এর কর্মীরা। তারপর তারা দেখতে পায় বিদ্যুতের মিটারে শট সার্কিট হয়েছে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনিকে। অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অফিসের কাজ কিছুটা সময়ের জন্য বন্ধ থাকে। ডাক বিভাগের কর্মী সত্যজিৎ দত্ত জানান বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে যদি সবকিছু ঠিক করে দিয়ে যায় তাহলে সহসাই অফিসের কাজ শুরু করা হবে।

শুক্রবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেল রাজধানির কলেজটিলাস্থিত বিএসএনএল অফিসটি। এইদিন দুপুরের কিছুটা পরে মহারাজগঞ্জ বাজারের ফারার স্টেশনে খবর যায় যে কলেজটিলাস্থিত বি এস এন এলঅফিসে অগ্নিসংযোগ ঘটেছে। সাথে সাথে মহারাজগঞ্জ বাজারের ফারার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার আগরতলার কাছে জয়পুর সীমান্তে কাঁটাতেরর বেড়ার ওপাড়ে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকা বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী নিয়ে যান। ছবি নিজস্ব।

মাস্ক না পরলে গ্রাহকদের মিলবে না পেট্রোল-ডিজেল ও রান্নার এলপিজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। মাস্ক না পরলে পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাস দেওয়া হবে না। ফলে, ত্রিপুরায় এখন থেকে পেট্রোল পাম্পে কিংবা গ্যাস এজেন্সিতে গেলে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ত্রিপুরার খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব বলেন, বাইরে বের হলেই মাস্ক বাধ্যতামূলক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই পেট্রোল পাম্প এবং গ্যাস এজেন্সিতে মাস্ক ছাড়া গেলে খালি হাতেই বাড়ি ফিরতে হবে গ্রাহকদের।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশ মেনে ত্রিপুরা সরকার জনবহুল স্থান, কর্মক্ষেত্র এবং রাস্তায় যাতায়াতের সময় মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করেছে। কারণ, করোনা মোকাবিলায় মাস্ক ভীষণ উপকারি বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে, ত্রিপুরার খাদ্য দফতরও মাস্ক পরার বিষয়েই জোর দিয়েছে।

শুক্রবার রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী মনোজ দেব বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় মাস্ক পরা অনেকটাই নিরাপদ। সে-ক্ষেত্রে জনসচেতনতাও বাড়ানো খুবই প্রয়োজন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশে সমস্ত রাজ্যকে করোনা মোকাবিলায় মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করেছে। সেই নির্দেশ মেনে ত্রিপুরা সরকারও ব্যবস্থা নিয়েছে। তাই, খাদ্য দফতর সে-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁর কথায়, আজ থেকে ত্রিপুরার সমস্ত পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল কিংবা ডিজেল নিতে গেলে মাস্ক পরে যেতে হবে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের। মাস্ক ছাড়া কেউ গেলে তাঁকে পেট্রোল কিংবা ডিজেল দেওয়া হবে না। সাথে তিনি যোগ করেন, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার নেওয়ার ক্ষেত্রেও মাস্ক পরে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাস্ক ছাড়া কেউ গেলে তাঁকেও সিলিন্ডার দেওয়া হবে না।

ইতিমধ্যেই আগরতলার পেট্রোল পাম্পগুলিতে এ-সংক্রান্ত নোটিশ টাঙানো হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, মাস্ক ছাড়া পেট্রোল নেওয়ার জন্য যাঁরাই যাচ্ছেন, তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই উদ্যোগকে পেট্রোল বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়েই সাধুবাদ জানিয়েছেনউ তাঁদের বক্তব্য, করোনা মোকাবিলায় সমস্ত পদক্ষেপে আমাদের সম্মতি রয়েছে। মাস্ক ছাড়া পেট্রোল না দেওয়ার উদ্যোগ খুবই সময়োপযোগী বলে দাবি করেছেন জনৈক গ্রাহক।

দূর্ঘটনায় আহত যুবক ও যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। লক ডাউনের মধ্যেও যান দুর্ঘটনা লেগে রয়েছে। শুক্রবার বিকালে যান দুর্ঘটনায় আহত হল এক যুবক ও এক যুবতী। ঘটনা আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের চাকমাঘাট এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় চামপ্লাই এলাকা থেকে সায়ন দেববর্মা নামে এক যুবক নিজের বাইকে করে রেখা দেববর্মাকে নিয়ে চাকমাঘাটের উদ্দেশ্যে আসছিল।

অপরদিকে গৌহাটি থেকে চাল নিয়ে একটি লড়ি আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিল। চামপ্লাই ফাঁড়ি সড়ক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘরের উপর গাছ অল্পেতে রক্ষা পেল মা ও শিশু সন্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ এপ্রিল।। বৃহস্পতিবার রাতে কাল বৈশাখীর ঝড়ের দাপটে গাছ উপরে পড়লো বসত ঘরের উপর। অল্পের জন্য প্রানে বাচলো বাড়ির গৃহিণী সহ এক সন্তান। ঘটনা তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অধিন গামাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডে। এলাকার বাসিন্দা কার্তিক দেব। অন্যান্য দিনের ন্যায় বৃহস্পতিবার রাতেও স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে ঘরের অভ্যন্তরে ঘুমিয়েছিলেন।

কিন্তু মাঝ রাতে শুরু হয় কাল বৈশাখীর ঝড়ের তান্ডব। ঝড়ের দাপটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃষ্টি তুফানে ফের লণ্ডভণ্ড রাজ্য ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। একদিকে করোনা মহামারির প্রকোপ, একইসাথে করোনা মোকাবিলায় চলছে লকডাউন, এরই মধ্যে প্রকৃতির রুদ্ররূপে নাভিশ্বাস উঠেছে ত্রিপুরাবাসীর। শুক্রবার ফের কালবৈশাখীর ঝাপটায় রাজ্যে কিছু এলাকা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। মানুষের বাড়িঘর ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে।

ত্রিপুরা রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী সারা ত্রিপুরায় ৬২টি বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৮টি বাড়ি সম্পূর্ণ, ৪টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৫০টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ত্রিপুরার উপর দিয়ে আজ ১১০-১১৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝড় বয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, কৈলাসহরে ঝড়ের সাথে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতও হয়েছে। তাছাড়া, আগামী ২৪ ঘণ্টা ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

আগরতলা বিমানবন্দরে অবস্থিত আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ সকাল ৭টা ১০ মিনিট নাগাদ ত্রিপুরায় কালবৈশাখীর ঝড় আছড়ে পড়েছিল। ওই ঝড় উত্তর থেকে আগরতলার উপর দিয়ে দক্ষিণে গেছে। তবে আগরতলা এবং ত্রিপুরার দক্ষিণে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্ত, উত্তর ত্রিপুরা, বিশেষ করে ঊনকোটি জেলায় ওই ঝড়ের ভয়ংকর প্রভাব পড়েছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী কৈলাসহরে ৬০ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে।

এদিকে, ওই ঝড়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি। ত্রিপুরা রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্ট, আজকের ঝড়ে সারা ত্রিপুরায় ৬২টি বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার মধ্যে ৮টি বাড়ি সম্পুর্ন, ৪টি বাড়ি মারাত্মকভাবে এবং ৫০টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেখা গেছে, কুমারঘাট-এ ১টি, পেঁচারথলে ১টি, কিল্লায় ২টি, অমরপুরে ১টি, অম্পিতে ২টি এবং তেলিয়ামুড়ায় ১টি বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেলিয়ামুড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৭,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এদিকে, কুমারঘাটে ২টি, পেঁচারথলে ২টি বসতবাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া, আমবাসায় ৫টি, কুমারঘাটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আগত রিয়াং শরণার্থীরা রয়েছেন বাড়ীতে কোয়ারেন্টাইনে

লকডাউন সুনিশ্চিত করতে মিজোরাম পুলিশকে অনুরোধ ত্রিপুরা সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। লকডাউনের মধ্যেই মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন কয়েকজন রিয়াং শরণার্থী। তাই ত্রিপুরা পুলিশ এ-বিষয়ে মিজোরাম পুলিশকে লকডাউন চলাকালীন যাতায়াতে বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালনের বিষয়ে সুনিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। এদিকে, মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরণার্থীদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত তাদের করোনা আক্রান্তের কোনও লক্ষণ নেই বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ এপ্রিল মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় আসেন কয়েকজন রিয়াং শরণার্থী। তারা কাঞ্চনপুরের নাইসিংপাড়া শিবিরের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, মিজোরাম থেকে গাড়ি করে তারা সাবওয়াল সীমান্ত পর্যন্ত আসেন। তার পর পাহাড়ি পথ পেরিয়ে তারা নাইসিংপাড়া শিবিরে গিয়ে ওঠেন।

শরণার্থী শিবির সূত্রের খবর, ওই শরণার্থীদের করোনা সংক্রমিত নন বলে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। সাথে তাদের ভ্রমণেও বিধিনিষেধ নেই বলে ছাড় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লকডাউনের মধ্যে কীভাবে তারা যাতায়াত করলেন সে-বিষয়ে ত্রিপুরা পুলিশ মিজোরাম পুলিশের কাছে জানতে চেয়েছে। কারণ, লকডাউনের সময় সাধারণ মানুষের গতিবিধিতে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব সিং জানিয়েছেন, জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে কয়েকজন রিয়াং শরণার্থী মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন। তারা ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দাউ কাজের জন্য তারা মিজোরাম গিয়েছিলেন। এখন তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, লকডাউন চলাকালীন সাধারণ মানুষের গতিবিধিতে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। তাই ওই সব শরণার্থী মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় কীভাবে এসেছেন সে-বিষয়ে মিজোরাম পুলিশের ডিজি-র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আগামীদিনে এমন গতিবিধি এড়ানোর বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাতে মিজোরাম পুলিশের ডিজি আশ্বস্ত করেছেন, আগামীদিনে এ-ধরনের গতিবিধি এড়ানোর জন্য কঠোর নজরদারি চালানো হবে, জানালেন ত্রিপুরা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি।

এদিকে, স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক জানিয়েছেন, এ-বিষয়ে খবর পেয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের একটি টিম নাইসিংপাড়া শিবির সফর করেছেন। সেখানে মিজোরাম থেকে সম্প্রতি ত্রিপুরায় এসেছেন এমন ৩৫ জনকে চিহ্নিত করেছেন তাঁরা। তবে তাদের মধ্যে করোনা আক্রান্তের কোনও লক্ষণ পাওয়া যায়নি। তাই তাদের শরণার্থী শিবিরে নিজ নিজ আবাসে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

আগরতলা শহরে দুঃসাহসিক চুরি চোরেরা হাতিয়ে নিল বিস্তর সোনার গয়না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগর ঠাকুরপল্লী এলাকার একটি বাড়িতে গত রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল গ্রীল কেটে ঘরে ঢুকে মূল্যবান জিনিসপত্র সোনা, গয়না এবং নগদ ৩৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। বাড়ির মালিকের নাম জয়ন্ত চৌধুরী।

বাড়ির মালিক জানান, বৃহস্পতিবার রাতে তারা বাড়িতে ছিলেন না। শুক্রবার সকাল পনে সাতটা নাগাদ বাড়িতে এসে তিনি লক্ষ্য করেন গ্রীল কেটে ঘরে চোর ঢুকেছে। লকডাউন চলাকালে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জয়ন্তবাবু জানান, দুটি ল্যাপটপ, নগদ ৩৫ হাজার টাকা অন্যান্য কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র এবং সোনা গয়না হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে বেড়ার ওপাড়ের ভারতীয় নাগরিকরাও পেলেন বিনামূল্যে রেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ফলে বেশকিছু ভারতীয় পরিবার কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে রয়েছেন। ভারতীয় নাগরিক হলেও কাঁটাতারের গেইট পাড়াপাড় হয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ওপারের ভারতীয় নাগরিকরা। বিশেষ করে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণা করায় এই সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত প্রকল্প অনুযায়ী বিনামূল্যে রেশন তাদের হাতের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হলেও বহু ভারতীয় নাগরিক সপরিবারে এখনও কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে বসবাস করছেন। তাদেরকে কাঁটাতারের এপারে এনে পুনর্বাসন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে যাবতীয় সরকারি সুযোগ সুবিধা তারা পাচ্ছেন। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে থাকার ফলে ইচ্ছে করলেই যে কোন সময় তারা কাঁটাতারের গেইট ডিঙিয়ে আসতে পারছেন না। পরিচয়পত্র দেখিয়ে বিএসএফের অনুমতি নিয়েই তাদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রেশন সামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কিনে নিতে আসতে হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদেরকে আবার নিজ বাসগৃহে ফিরে যেতে হয়। এরই মধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ১৮৭ ◘ ১৮ এপ্রিল ২০২০ ইং ◘ ৫বৈশাখ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ ঝুকিপূর্ণ

কথায় আছে শিয়রে সমন। বাংলাদেশকে করোনা সংক্রমণের ঝুকিপূর্ণ ঘোষণা করা হইয়াছে। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে সারা দেশকে ঝুকিপূর্ণ ঘোষণা দিয়া তিন দফা নির্দেশিকা জারী করিয়াছে। ইহাতে জানানো হয় ঃ এক- সবাইকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করিতে হইবে। দুই- এক এলাকা হইতে অন্য এলাকায় চলাচলে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। তিন- সন্ধ্যা ছয়টা হইতে সকাল ছয়টা পর্য্যন্ত কেউ ঘরের বাহিরে যাইতে পারিবে না। আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হইবে। বৃহস্পতিবার ছিল বাংলাদেশে করোনা শনাক্তকরণের ৪০তম দিন। গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় বাংলাদেশে ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। নতুন আক্রান্ত হইয়াছে ৩৪১জন। এখন মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াইয়াছে ১ হাজার ৫৭২জন। মোট মৃত্যু ৬০ জন। এখন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন প্রায় এক লক্ষ মানুষ। ভারতের পক্ষে অনেকটাই উদ্বেগের যে, ত্রিপুরার নিকটবর্তী বাংলাদেশের প্রাচীন জেলা কুমিল্লায় নতুন করিয়া এক চিকিৎসক সহ করোনায় আক্রান্ত হইয়াছে দশজন। ত্রিপুরার কাছের এই বাংলাদেশের জেলায় করোনা ভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৬ জনে।

বাংলাদেশ করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাফল্য কতখানি পাইতেছে তাহা নিয়া প্রশ্ন উঠিতেছে। কারণ, বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দিনে দিনেই বাড়িতেছে। সেদেশের মেডিক্যাল ব্যবস্থা কতখানি করোনা মোকাবেলার জন্য তৈরী সে বিষয়ে কিছু সংশয় সন্দেহ আছে। করোনা মোকাবেলায় সর্বোতভাবে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো উচিত ভারতের। বিভিন্ন জরুরী ওষুধপত্র স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ইত্যাদি প্রদান করা যাইতে পারে। বাংলাদেশকে করোনা মুক্ত করিতে না পারিলে ভারতের বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা প্রবল ঝুকিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকাই তো ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানা। একথা মানিতেই হইবে যে, এখনও চোরাইপথে বহু বাংলাদেশী এপার ওপাড় করিতেছে। শুধু বাংলাদেশী নয় ভারতের বহু নাগরিক সীমান্তের এপাড় ওপাড় করিয়া থাকেন। পাচার বাণিজ্য থামিয়া নাই। হয়ত কমিয়াছে, কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন চালাইয়া যাইতেছে ভারতের চোরা ব্যবসায়ীরা। ত্রিপুরার চোরাকারবারীরা বহাল তবিয়তে আছে। এই ভাবেই করোনা দুই দেশকে বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে।

বাংলাদেশ যেহেতু ঝুকিপূর্ণ হইয়াছে সেখানে দুই দেশেরই সীমান্তে কঠোর নজরদারীর প্রয়োজন বাড়িয়াছে। লক ডাউন উঠিয়া গেলেও সীমান্ত পাহারা বাড়াইতে পারে। একজনও যাহাতে এপাড় ওপাড় করিতে না পারে সে ব্যাপারে কঠোর নজরদারী চালাইতে হইবে। বিএসএফ কি এই ব্যাপারে সত্যিই সচেতন। তাহারা সীমান্ত পাচার বন্ধে কঠোর হইতে পারিবে। পাচারকারীদের সঙ্গে বিএসএফের বোঝাপড়ায় প্রথম আঘাত হানিতে হইবে। বিএসফের উর্ধতন মহল নিজেরা সশরীরে নজরদারী রাখিবেন। ত্রিপুরা সহ ভারতের পূর্বাঞ্চলকে বাঁচাইতে হইবে। চোরা পথে এদেশ ওদেশ যাহারা করেন তাহাদের সেই পথ বন্ধ করিতে হইবে। এখন আর আগের দিন নাই।

সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারির নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): লক ডাউন চলাকালীন যাতে কেউ সীমান্ত পেরিয়ে রাজ্যে ঢুকতে না পারে সেদিকে কড়া নজর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নবান্নে এসপি ও জেলা শাসকদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সে এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সীমান্ত দিয়ে কে কখন ঢুকছে সে বিষয়ে কড়া নজর রাখতে হবে বলেও এ দিন হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন সচেতনতা অবলম্বন করার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সীমানা দিয়ে কাউকে ঢুকতে দেওয়া চলবে না। কোথা দিয়ে কে আসছে তার ওপর কড়া নজরদারি চালাতে হবে। মালদা বিহারের বর্ডার। একইসঙ্গে মালদা বাংলাদেশের বর্ডার। এই দুই যায়গা থেকেই মালদা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আসে। সে ক্ষেত্রে রোগীদের অ্যাড্রেস এর ওপর কড়া নজরদারি চালাতে হবে। এই অবস্থায় বাইরে থেকে কেউ যেন প্রবেশ করতে না পারে। শিলিগুড়ি ও বর্ডার এলাকা তাই সেখানেও কড়া নজরদারি চালাতে হবে।'

প্রয়োজনে দিনরাত কাজ করতে হবে বলে পুলিশদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, 'বর্ডার দিয়ে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। কড়াভাবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে হবে। যতই ভিআইপি হোক কাউকেই বর্ডার দিয়ে এই সময় ঢুকতে দেওয়া যাবে না' জেলাশাসক দের উদ্দেশ্যে নির্দেশ তিনি এ দিন বলেন, 'একটা কেস হলেও আপনাদের ওপর বর্তাবে তার দায়। যে লকডাউন ভাঙবে তার বিরুদ্ধে এফআইআর হবে। সে যেই হোক, সে ক্ষেত্রে পরিচয় ম্যাটার করবে না। '

অন্যদিকে বাজারগুলোতেও কড়া নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'প্রত্যেক বাজারে স্যানিটাইজার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোনভাবেই বাজারে যেন ভিড় না হয়। প্রয়োজনে সশস্ত্র পুলিশকে নামাতে হবে। কড়াভাবে বিষয়টি দেখতে হবে না হলে বিপদ।' প্রয়োজনে বাজারে সশস্ত্র পুলিশ রাখার পরামর্শ দেন এদিন। পাশাপাশি মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক বলে জানিয়ে বলেন, 'মাস্ক না পড়লে বাজারে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।'

দেশে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে ভাল চিকিৎসা হচ্ছে করোনার, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭এপ্রিল (হি. স.): ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে ভাল করোনা চিকিৎসা হচ্ছে। শুক্রবার নবান্নে এমনটাই দাবি করে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্নের সভাঘরে এসপি ও জেলা শাসকদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী। করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন ওই বৈঠকে।

বৈঠক চলাকালীনই মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে করোনা সংক্রান্ত চিকিৎসায় ভাল সাড়া মিলছে। তার কথায়, 'এখানে ট্রিটমেন্ট এর কোন অসুবিধা নেই। বরং সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভালো ট্রিটমেন্ট হচ্ছে।' এরপরেই ক্ষোভ প্রকাশ করে তার মন্তব্য, 'এখানে ভাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সেই বিষয়ে কেউ বলে না। কেন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে না তা নিয়ে অনেকের রাগ। যদি আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজার পাঁচ হাজার বেড়ে যেত তাহলে কি খুব ভালো হত'।

বিরোধী দলগুলি বারবার দাবি করে এসেছে রাজ্য সরকার করোনা আক্রান্ত ও মৃতের তথ্য গোপন করছে। এমন কি রাজ্যে পর্যাপ্ত টেস্ট হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেছে তারা। বিরোধীদের এই সবকিছু প্রচারের জন্য সাধারণ মানুষের মনে তার প্রভাব পড়ছে বলে মনে করছে শাসক দল। এ প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভুলে গেলে চলবে না ভারতে কোথাও যখন রকম শুরু হয়নি তখন তিনদিন আগে এ রাজ্যে আমরা লকডাউন করেছিলাম। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও দূর পাল্লার ট্রেন বন্ধ করার কথা প্রথম আমরাই তুলেছিলাম। দিল্লি না দিলেও অনেক আগে জিনিসপত্র অর্ডার করার জন্য আমরা সাড়ে তিন লক্ষ পিপিই ডাক্তার-নার্সদের দিতে পেরেছি।'

ভারতের নেতৃত্বে আস্থাশীল বিদেশি নাগরিকরা

আর কে সিনহা

এই মুহূর্তে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়নি, এমন কোনও দেশই নেই বিশ্বে। করোনাভাইরাস বাস্তবেই সমগ্র বিশ্বকে

নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। সর্বত্রই করোনার প্রকোপে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। ত্রস্ত ও ভীত সমগ্র বিশ্ববাসী। উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হল এই যে, আমেরিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং চিন, যেখান থেকে এই ভাইরাসের উৎপত্তি, এবং অন্যান্য উন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থার পেশাদার ম্যানেজার নিজেদের দেশের থেকে ভারতে থাকায় নিরাপদ বোধ করছেন। এই মুহুর্তে তারা তাঁদের দেশে ফিরে যেতেও প্রস্তুত নয়। বিমানের নিখরচায় ভ্রমণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও।

যদি আমেরিকা থেকে শুরু করি, সেখানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ প্রতিদিনই করোনায় সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন। নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করা আমেরিকার বেদনাদায়ক পরিস্থিতি এখন এতটাই খারাপ হয়ে উঠেছে যে ভারতে বসবাসরত প্রায় সাড়ে চার হাজার আমেরিকান নাগরিক এই মুহুর্তে তাঁদের দেশে ফিরে যেতেই প্রস্তুত নন। তারা দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুনে-র মতো শহরে বসবাস করেন। তাঁরা ভারতের কোনও বহুজাতিক সংস্থা দ্বারা নিযুক্ত হন অথবা তাঁদের নিজস্ব ব্যবসা করেন। এগুলি ছাড়াও আমেরিকান দূতাবাসে আমেরিকান কূটনীতিকরা আছেন যাঁরা দেশে ফেরার জন্য পূর্ব নির্ধারিত ছুটি বাতিল করছেন।

যদিও আমেরিকা সরকার বিশ্বের কয়েকটি নির্দিষ্ট দেশে আটকে পড়ে নাগরিকদের উদ্ধার এবং আমেরিকায় আটকে পড়া বিদেশী নাগরিকদের ফেরত পাঠাতে ব্যস্ত। কিন্তু, এই মুহুর্তে ভারতে বসবাসরত আমেরিকান নাগরিকরা ভারতে থেকে নিজের এবং তাঁদের পরিবারের মঙ্গল দেখছেন। তাঁরা মনে করেন যে ভারত তাঁদের দেশের তুলনায় করোনার বিরুদ্ধে ভালো লড়াই করছে। আমেরিকায় করোনাভাইরাসের প্রকোপে মৃতের সংখ্যা এখন চিনের চেয়ে অনেক বেশি। আমেরিকার সরকার এবং বিজ্ঞানীরা বুঝতেই পারছেন না এই ভাইরাসকে পরাস্ত করতে পারবেন। আমেরিকাতে এখন পর্যন্ত ২৮ হাজার ৩০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অথচ চিনে মাত্র ৩,৩০৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আমেরিকায় সর্বাধিক মৃত্যু হয়েছে নিউইয়র্কে, প্রায় ১৫ হাজার মানুষ নিউইয়র্কে প্রাণ হারিয়েছেন, নিউ জার্সি ও ওয়াশিংটনেও হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এখন ভেবে দেখুন আমেরিকার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের পরিস্থিতি কতটা খারাপ।

বলাবাহুল্য নিজেদের দেশ থেকে ভীতিজনক সংবাদগুলি আসার কারণেই ভারতে বসবাসরত আমেরিকানরা এখন ভারতেই থাকতে চাইছেন। ভারতে তাঁরা নিজেদের পরিবারের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করছেন। এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সতর্কতার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আগামী দুই সপ্তাহ আমেরিকার জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের হয়ে উঠবে। অর্থাৎ তারাও পরোক্ষভাবে বিশ্বাস করে চলেছেন যে তাদের দেশের পরিস্থিতি আগের চেয়ে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণহীন হতে চলেছে। বিপরীতে, ভারতে, করোনাভাইরাসের প্রকোপ ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসছে। তবে আমাদেরও দীর্ঘ লড়াই করতে হবে।

ভারতে বসবাসরত হাজার হাজার আমেরিকান নাগরিকদের শিশুরা রাজধানী দিল্লি এবং মুম্বাইয়ের আমেরিকান স্কুলে পড়াশোনা করছে। এই স্কুলগুলি প্রায় ৫০ বছর ধরে চালু রয়েছে। এই স্কুলগুলিতে আমেরিকান কূটনীতিকদের পাশাপাশি ভারতে বসবাসরত অন্যান্য আমেরিকানদের সন্তানও পড়াশোনা করে। অন্যান্য আমেরিকান বলতে বোঝায় যারা কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থায় অথবা কোনও বহু-জাতীযক সংস্থায় কাজ করেন বা ভারতে ব্যবসা করেন।

আমেরিকান স্কুলের শিক্ষক এবং আমেরিকান দূতাবাস ও মুম্বই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাইয়ে কনসুলেটের কূটনীতিকদের জন্য গুড ফ্রাইডে থেকে পুরো গ্রীষ্ম পর্যন্ত দুই মাস ছুটি কাটানোর জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ হিসাবে বিবেচিত হত। প্রতিবছর, কয়েক মাস আগে থেকেই, ছুটি কাটাতে কে কে নিজ দেশে যাবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা হত। এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ন বিপরীত। ছুটি বাতিল করার লাইন পরে গিয়েছে। সকলেই ভারতে তাঁদের গ্রীষ্ম উদযাপন করতে আগ্রহী। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাঁরা প্রকাশ্যেই বলেছেন যে মোদীর নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট আস্থা রয়েছে।

শুধুমাত্র আমেরিকান নাগরিকই নয়, হাজার হাজার জাপানি নাগরিকরা দিলি, নয়ডা এবং গুরুগ্রামে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছেন। এই তিনটি শহরে প্রায় পাঁচ হাজার জাপানি কর্মরত। বিশ্বাস করুন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আবেদনে সাড়া দিয়ে যখন দেশের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ জনতা কারফিউর সমর্থন করেছিলেন, তখন এখানে বসবাসরত জাপানি নাগরিকরাও তাদের প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপরে, করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে সংহতির বার্তা দেওয়ার জন্য দেশবাসী যখন ঘরের লাইট বন্ধ করে প্রদীপ, মোমবাতি, টর্চলাইট বা মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশলাইট জ্বলিয়েছিলেন, তখন জাপানিরাও প্রদীপ প্রজ্বলন করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিটি আহ্বানকে সমর্থন করছেন। এই জাপানি নাগরিকরা ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে খুব আশাবাদী। তাঁরা মনে করেন যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এখন কেউই ভারতকে উন্নয়নের পথে যেতে বাধা দিতে পারে না।

ভারতে বসবাসরত জাপানী পেশাদার এবং কূটনীতিকরা ভগবান বুদ্ধের অনুসারী, তাঁরা ভারতভূমিকে শ্রদ্ধাভরে বিবেচনা করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ভগবান বুদ্ধের জীবন সমাজ থেকে অবিচার অপসারণের জন্য নিবেদিত ছিল। বুদ্ধের সহানুভূতিশীল মনোভাবই তাঁকে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে নিয়ে এসেছিল। হোন্ডা গাড়ি, হোন্ডা মোটরসাইকেল, মারুতি, ফুজি ফটো ফিল্মস, ডেনসো সেলজ লিমিটেড, ডাইকিন শ্রীরাম এয়ারকন্ডিশনিং, ডেনসো ইন্ডিয়া লিমিটেড-সহ দুই ডজন জাপানি সংস্থা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত অফিস এবং কারখানাগুলিতে কাজ করে। তাঁরাও প্রতিদিন তাদের দেশে করোনা মহামারী দুঃসংবাদ পাচ্ছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন রাজধানী টোকিও ছাড়া দেশের অন্যান্য প্রান্তে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। তবে ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় জাপানের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই ভালো। তা সত্ত্বেও ভারতে বসবাসরত জাপানিরা ভারতে বেশি সুরক্ষিত বোধ করেন। বহু জাপানি নাগরিকের সঙ্গে পরিচিতি থাকার সুবাদে, আমি বলতে পারি যে তাঁদের মধ্যেও ভারতীয় সংস্কৃতি রয়েছে। তাঁরা বন্ধুত্বপরায়ন। যৌথ পরিবারকে তাঁরাও গুরুত্ব দেযন। যদি কিছু জাপানি একে-অপরের কাছাকাছি বসবাস করেন, তবে তাঁরা কারপুলেই অফিসে যেতে পছন্দ করেন। তাঁরা বড় গাড়িতে একা অফিসে যাওয়া এড়িয়ে যান। একটি বিশেষ বিষয়ও রয়েছে যে ভারতে বসবাসরত জাপানি নাগরিকরা নিষ্ঠার সঙ্গে লকডাউন অনুসরণ করছেন। তাঁরা এই সময় নিজেদের বাড়িতেই রয়েছেন। তাঁরা কখনও নাগরিক, প্রশাসন বা পুলিশের জন্য কোনও সংকট তৈরি করতে চায় না। এরইমধ্যে তাঁরা নিজেদের দেশ থেকে খবর পাচ্ছেন, ভীষন প্রয়োজন না থাকলে মানুষ যেন ঘর থেকে না বেরোন, সরকারের পক্ষ থেকে এমন অনুরোধ করা হচ্ছে জনগণকে। বাড়ি থেকেই কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র জাপানি নাগরিক নন, আপনারা এটা জেনে অবাক হবেন যে কয়েক হাজার চিনা নাগরিক ভারতের বহু শহরে বসবাস করেন। তাঁরা ভারতে নিজেদের নিরাপদে মনে করছেন। তাঁরা আলিবাবা, হুয়াওয়ে, অপ্পো মোবাইল, মিতু, বেদুর মতো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। হুয়াওয়ের সম্ভবত সবচেয়ে বেশি চীনা পেশাদার রয়েছে। তাঁদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাও বেশ কিছু রয়েছে। একমাত্র গুরুগ্রামে চার হাজারেরও বেশি চিনা নাগরিক বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করছেন। এই চিনাদের প্রায় অর্ধেকই নতুন বছর উদযাপন করতে তাঁদের দেশে গিয়েছিল। কিন্তু করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে আটকে পড়েছে। তাঁরা সেখান থেকে ভারতে আসার চেষ্টাও করছে। তবে ভারত সরকার বর্তমানে তাঁদের ভিসা দিচ্ছে না। ভারতে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা কোনও অবস্থাতেই এখান থেকে চলে যেতে প্রস্তুত নন।

সবশেষে দক্ষিণ কোরিয়ার পেশাদাররা এবং ভারতে কর্মরত ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে দেশে তাঁদের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। তাঁরা দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসুং, এলজি এবং হুন্ডাইয়ের মতো বড় এবং বিখ্যাত সংস্থাগুলিতে কাজ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন সমগ্র বিশ্ব যখন করোনার প্রকোপে বিপর্যস্ত, তখন ভারত আশার রশ্মিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। ভারতের পরিস্থিতি খুব খারাপ নয়। ভারতে বসবাসরত অনেক দক্ষিণ কোরিয়ান নাগরিক এখানে স্টার্ট-আপ শুরু করেছেন। এর মধ্যে কিছু অটো সেক্টর সংস্থাগুলির জন্য স্পেয়ার পার্টস তৈরিও শুরু করেছে।

এখন, আপনি ভাবতে পারেন যে করোনা পরিস্থিতিতে বিশ্বের সমস্ত উন্নত এবং গুরুত্বপূর্ণ দেশের নাগরিকরা কেন ভারতে নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন? কেন কোনও পরিস্থিতিতেই তাঁরা ভারত ছাড়তে প্রস্তুত নয়।

এটা স্পষ্ট যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের উপর যথেষ্ট আস্থা রয়েছে ভারতে বসবাসরত এই সমস্ত বিদেশী নাগরিকদের এবং তাঁরা ভারতে আরও সুরক্ষিত বোধ করছেন। তবে অপর দিকটি হ''ল ভারতের কিছু মানুষ সরকারকে নিন্দা করতে কোনওভাবেই পিছু হটছে না। তাদের ধারণা, ভারত সরকার করোনা মোকাবিলায় কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় এরকম প্রচুর জ্ঞানী মানুষকে দেখতে পাওয়া যাবে। নিন্দাই করবে শুধু, অথচ সরকারকে কখনই ইতিবাচক পরামর্শ দেবে না। জনগণকে এই ধরনের মানুষের থেকে সতর্ক হওয়া উচিত এবং পুলিশের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। (লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

গোলাপি আলাপ

রাজর্ষি গঙ্গোপাধ্যায়

ওরা প্রত্যেকে হাঁটছে। ওরা সবাই হাঁটছে। ওরা গোলাপি বাহিনী, এক অক্ষৌহিণী। গোলাপি টি শার্ট, গোলাপি টুপি, গালে গোলাপি রং মেখে ওরা আজ হেঁটে যাবে মহামেডান মাঠ ধরে, ইডেন জঠরে। 'নারীত্বের রং' দিয়ে ওরা যেন আজ ফেরাবে টেস্ট ক্রিকেটের 'হারানো পৌরুষ', অধুনা বুড়োটে মেরে যাওয়া টেন্ট ক্রিকেটের সাদা-কালো পৃথিবীর ক্যানভাসে আঁকবে গোলাপি ছবি। অফুরান আমোদ-উল্লাসে, প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে। ধর্মতলা থেকে লেকটাউন। গঙ্গাবক্ষ থেকে শহিদ মিনার। সব কেমন গোলাপবাগ। যেন শহরজুড়ে এক ছাঁদনাতলা বসেছে, গোলাপি ম্যারাপ বেঁধে। রাস্তার আলোর ঝুলন গোলাপি রঙা, সুবিশাল বহুতল 'ফর্ট টু'-র শিরোস্ত্রাণও গোলাপি। ইডেনকেও বড় মায়াবী দেখাচ্ছে। ক্লাবহাউস চত্বরে একজোড়া ম্যাসকট ঘুরছে, অতিথি অভ্যর্তনায় ব্যস্ত। ভারত-বাংলাদেশ দু' দেশের ড্রেসিং রুম এলাকা গোলাপি ফুলে ফুলে মুড়ে দেওয়া। মাঠের স্কোরবোর্ড গোলাপি, বাউন্ডারি লাইনের বিলবোর্ড গোলাপি, স্টেডিয়ামের আলো গোলাপি। টেস্ট ক্রিকেটের শ্বেতশুভ্র পৃথিবীতে এত গোলাপি বড় চোখে লাগে।

কপিল দেব নিখাঞ্জ 'বুনো জাঠ' বলে ভারতীয় ক্রিকেটে আজন্ম পরিচিত। ছ'-ফুট লম্বা, পুরুষ্টু গোঁফের প্রথম বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়কের সঙ্গে আর যা-ই হোক, গোলাপি কোট যায় না। বছরের আর পাঁচদিন হলে যেত না, কিন্তু এদিন যাচ্ছে। ওই তো গৌতম গম্ভীর—চিরকালের কেঠো, কর্কশ ক্রিকেটে চরিত্র। তিনি ও তো স্যুটে গোলাপি পকেট স্কোয়্যার লাগিয়ে ঘুরছেন এবং দিব্যি মানাচ্ছে। আরও শুনবেন? শুনবেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম দিব্যপুরুষের কথা, বেঁটেখাটো মারাঠির কথা, যিনি চার ভয়ংকর ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ফাস্ট বোলার খেলে ভারতীয় ক্রিকেট-পৌরুষের সংজ্ঞা হয়ে গিয়েছিলেন সাতের দশকে? ইডেনে দেশের প্রথম দিন-রাতে টেস্টের সময় ময়দানের মেসারার্স ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে সুনীল মনোহর গাভাসকরকে কিন্তু বেশ আহ্লাদি গলায় বলতে সোনা গিয়েছে, জীবনে গোলাপি স্যুট ট্রাই করিনি। কিন্তু কাল করব। গোলাপি স্যুট পরে মাঠে যাব।' মনে রাখবেন, এই ভদ্রলোক মার্শালকে মেরেছেন, ম্যালকম মার্শাল।

ইডেনে গোলাপি যজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটেছে দিন সাতেক হল, শহরের মতো ইডেন টেস্ট কভার করা এই অধমও ফের ঢুকে পড়েছে থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়ের জীবনে। কিন্তু সেই মহাযজ্ঞের ধূপ-ধুনোর গন্ধটা যেন এখনও নাকে এসে বারবার ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। ক্রমাগত মনে ফিরে ফিরে আসছে ২২ নভেম্বর, ২০১৯। মহামেডান মাঠ ধরে কাতারে-কাতারে, হাজারে হাজারের ইডেনমুখো হেঁটে যাওয়া। যাবতীয় কাজকর্ম ফেলে তাদের টানা তিনদিন ধরে পঁয়ষট্টিহাজারের ইডেন-ভরানো, কর্ণগহ্বর ফাটানো গর্জনের সঙ্গে দফায় দফায় মেক্সিকান ওয়েভ তুলে এক বাঙালির ছকভাঙা প্রচেষ্টার প্রতি সাষ্টাঙ্গ প্রণতি। দয়া করে মনে রাখবেন, তৃতীয় দিনের খেলাটা একঘন্টারও কমে শেষ হয়ে যেতে পারে জেনেও ইডেনে ছুটে এসেছিল বাঙালি। পরিবার দুপুরের ভাতঘুমের হাতছানি বুলে। ঠিক তেমনই গোলাপি বেনারসি পরা শহরের নববধূ সাজ, কপিলের হাসি হাসি মুখে গোলাপি কোটটা গুছিয়ে নেওয়া, গাভাসকরের একগাল তৃপ্তি সহ 'গোপাপি স্যুট পরব কাল'—ভোলা কি যায় এসব? ঘোর ঘোর, মায়াচ্ছন্ন লাগে না? টেস্ট ক্রিকেট, মৃতপ্রায়, হাড় জিরিজিরে টেস্ট ক্রিকেটে ঘটেছে এই সব? আর কী আশ্চর্য কাণ্ড দেখুন, জ্ঞানত যে গোলাপি রংকে 'নারীর রং' বলে অ্যাখ্যা দিয়ে এসেছে সমাজ, শহরে তারই সাড়ম্বর আত্মপ্রকাশ কিনা ঘটল অধুনা বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরুষের হাত ধরে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সত্যজিৎ , অমর্ত্যর পর যিনি বাঙালির ভেতো চরিত্রকে আবারও ছুড়ে ফেলে বিশ্বমঞ্চে টেনে দাঁড় করিয়েছিলেন, সেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে।

বোর্ড প্রেসিডেন্ট হওয়ার ছ'দিনের মধ্যে বিরাট কোহলির ভারতীয় টিমকে গোলাপি বলে টেস্ট খেলাতে রাজি করানো স্টিভ ওয়াকে টসের সময় দাঁড় করিয়ে রাখার চেয়ে কম কঠিন কাজ ছিল না। আঠারো বছর আগে ইডেনে টেস্ট খেলতে এসে সৌরভের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে স্টিভ রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে দিয়েছিলেন। আঠারো বছর পর কোহলিও গরগর করেছেন এত কম সময়ে অজানা শত্রুর মোকাবিলায় নামতে হচ্ছে বলে। এ তো গেল নিজের টিমকে রাজি করানো। আনুষঙ্গিক বিষয়ও একবার জরিপ করে দেখুন। দেশ-বিদেশেরনানা ভিভিআইপির (সে তালিকায় ওপার বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এপার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রত্যেকের বর্ণাঢ্য উপস্থিতি) খুঁটিনাটি বিষয়ের বন্দোবস্ত থেকে ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের মধ্যে প্রথম টেস্টের দুই টিমকে বরণ, ভারতের ক্রিকেট-ব্যাডমিন্টন-টেনিস-দাবা যাবতীয় খেলার যাবতীয় তারকার সমাগম সামলানো—সব করতে হয়েছে। মহাতারকাদেরকে আসেননি ইডেনে?

গোলাপি উৎসবে উডেন ঝলমলে সানিয়া মির্জা দেখেছে। পি ভি সিন্ধু দেখেছে। শচীন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, অনিল কুম্বলে দেখেছে। আনন্দ ও কার্লসেনকে উডেন বেল বাজাতে শুনেছে। এবং কএকমাসেরও কম সময়ে এত বড় রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজনের পরেও একটা বড় বিষয় ছিল। সবচেয়ে বড় বিষয়, সবচেয়ে বড় টেনশ। তন্ত্রীতে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ঢুকে যাওয়া দর্শক আসবে তো মাঠে? আইপিএলের রক মিউজিকে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া তরণ-তরুণীরা আসবে তো ' স্টেট ক্রিকেট' নামক বুড়ো দাদাঠাকুরের গল্প শুনতে? যতই গোলাপি বলের ছোবল লাল বলের চেয়ে ব্যাটসম্যানের কাছে বেশি বেদনাদায়ক হোক, খেলাটা তো পাঁচদিনের। তার উপর আবার বাংলাদেশ, টেস্টে যারা বামন গ্রহ! তা, অনলাইন ছাড়তে না ছাড়তেই টিকিট উড়ে গেল তিরিশ হাজার। কর্পোরট সংস্থারা একলহমায় তুলে নিল কুড়ি হাজার। এবং ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতি এত শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল যে, ইডেন ইতিহাসে বা কখনও হয়নি, তা-ই ঘটল। সাধারণের জন্য টিকিটই ছাড়া গেল না। আইপিএল বাদ দিলে সাম্প্রতিকে ইডেন বঙ্গ আবেগের স্রোতস্বিনী দেখেছে ২০১৬ সালে, টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভারত পাকিস্তান ম্যাচে। অবাক করা হলেও সত্যি, গোলাপি টেস্টের টিকিট হাহাকার তাকেও ছাপিয়ে চলে গিয়েছে। সিএবি কর্তাদের উপর চড়াও হয়ে 'উপদ্রব' না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। টেস্টের সময়ই এক সৌরভ-ঘনিষ্ঠের শুনেছিলাম যে, টিকিট বিক্রির হার দেখে নাকি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট। জনান্তিকে বলেও ফেলেছিলেন, এতটা হবে তিনি ভাবেননি। গোলাপি বলে দেশের প্রথম টেস্ট দেখতে এত লোক ছুটে আসবে, কল্পনা করা যায়নি। তা, সেই ঘনিষ্ঠ নাকি সৌরভকে বোঝান যে, 'লোকে গোপালি বলে টেস্ট দেখার চেয়েও তোর প্রচেষ্টাকে সফল করতে ছুটে আসছে।'

কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়নি। 'আংশিক সত্য' বলে মনে হয়েছে। শহর যে তার প্রিয় আত্মজের আহ্বানে আহুতি দিতে ছুটে আসবে, এসেছে,তা ঠিক। নতুন আস্বাদের আহ্বান তাতে ছিল সেটাও ঠিক। কিন্তু তাতে সারবত্তা না থাকলে অসাত কি? কলকাতা বা বাঙালি ছেড়ে দিন। গোটা ভারত থেকেও কম লোকে ছুটে এসেছে এই একটা টেস্ট দেখতে? নাম বলা ঠিক হবে না। কিন্তু অতীতের দুই বিখ্যাত ক্রিকেটার নিজেরা রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে সিএবিকে বলেছিলেন আমন্ত্রণ জানানাতে এবং তাঁরা কেউ বাঙালি নন। কী ব্যাখ্যা করবেন পদ্মাপারের এক সাংবাদিকের ক্রিকেট পাগলামির, যিনি কলকাতায় নামার পর মোবাইল ও টাকা হারিয়েও ফিরে যাননি দেশে? বরং অবশিষ্ট যা সম্বল ছিল তাই বাঁচিয়ে, এর-ওর থেকে অর্থ ধার করে, থেকে গিয়েছিলেনে শুধু এই টেস্টটা দেখবেন বলে। ইতিহাসের সাক্ষী থাকবেন বলে।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

> টেনশন ছিল আইপিএলের রক মিউজিকে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া তরুণ-তরুণীরা আসবে তো 'টেস্ট ক্রিকেট' নামক বুড়ো দাদাঠাকুরের গল্প শুনতে? যতই গোলাপি বলের ছোবল লাল বলের চেয়ে ব্যাটসম্যানের কাছে বেশি বেদনাদায়ক হোক, খেলাটা তো পাঁচদিনের। তার উপর আবার বাংলাদেশ, টেস্টে যারা বামন গ্রহ!

শুক্রবার প্রতন্ত এলাকায় মাস্ক বিলি করছেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস আক্রান্ত ৮০ শতাংশের চিকিৎসার দরকার হয় না: স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৭।। নভেল করোনাভাইরাস আক্রান্তদের ৮০ শতাংশের কোনো চিকিৎসার 'প্রয়োজন হয় না' বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।দেশে নভেল করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে তিনি একথা বলেন।

জাহিদ মালেক বলেন,করোনা আক্রান্তের ৮০ পারসেন্টের বেশি কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অন্যদের অক্সিজেন সাপোর্ট ও কিছু ওষুধ লাগতে পারে।মন্ত্রীর এই কথায় সায় দিয়ে আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা বলেন,আক্রান্তদের শতকরা ৩২ ভাগের হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। বিভিন্ন কারণে তাদের হাসপাতালে যেতে হয়। সামাজিক কারণে তারা বাড়িতে থাকতে পারেন না বলে হাসপাতালে যেতে হয়েছে।একজন রোগী যদি বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিতে পারেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও তাতে উৎসাহ প্রদান করেছে। ওই রোগী হোম আইসোলেশনে থাকবেন স্ট্রিকটলি, উনি একটি ঘরের মধ্যে থাকবেন, তার সাথে অন্য কারও যাতে মেলামেশা না হয়, সে বিষয়টি তিনি নিশ্চিৎ করবেন। রোগীর আইসোলেশনে যদি প্রতিবেশী ও বন্ধুরা সহযোগিতা করি তাহলে কিন্তু ওই রোগীর জন্য ভালো।রোগীর 'হোম আইসোলেশন' নিশ্চিত করা গেলে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য তা ভালো হবে মন্তব্য করে তিনি বলেন,যাদের হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন নেই, যাদের মৃদু লক্ষণ-উপসর্গ রয়েছে অথবা এক দিনের মধ্যে সেটি ভালোও হয়ে গেছে, তাদের হাসপাতালে পাঠালে হাসপাতালের উপর কিন্তু একটা চাপ পড়ে। তখন আসলেই যাদের হাসপাতালে পাঠানো প্রয়োজন তাদের জন্য তা কঠিন বা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩ নম্বরে ফোন করে চিকিৎসা বিষয়ে করণীয় জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেন আইইডিসিআর পরিচালক।করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক মঈন উদ্দিন যখন বেশি অসুস্থ হয়েছিলেন, তখন সিলেটে ভেন্টিলেটর সাপোর্টসহ করোনা কেয়ার ইউনিট ও আইসোলেশন সেন্টার না থাকার বিষয়টি সামনে চলে আসে। তা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের।

এর জবাব দিতে গিয়ে জাহিদ মালেক বলেন,আইসিইউ, ভেন্টিলেটর নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। প্রস্তুতি নিয়ে হচ্ছে। এ ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত উন্নত হচ্ছে। ভেন্টিলেটর দেওয়া হয় মুমূর্ষু রোগীদের। ইউরোপে আইসিইউর গড় প্রায় ৪ পারসেন্ট বা তারও অধিক। তাদের বয়স্ক জনসংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় বেশি।বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যার ষাটোর্ধ প্রায় ৭ পারসেন্ট, যা বর্তমানে আমাদের দেশের জন্য আশির্বাদ। বর্তমানে সব হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট গাইড দেওয়া হয়েছে।বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে মারা গেছেন ৭৫ জন, আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৮ জন।স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই পরিসংখ্যান দিলেও বাংলাদেশে করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মৃত্যু হার অন্য দেশের তুলনায় কম নয়। বাংলাদেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৩৮ জন। বৈশ্বিক মহামারীতে রূপ নেওয়া করোনাভাইরাস বাংলাদেশে কেড়ে নিয়েছে ৭৫ জনের প্রাণ, যেখানে আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মাত্র ৫৮ জন। মন্ত্রী জাহিদ মালেক জানান, করোনাভাইরাস আক্রান্তদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য সারা দেশে সব সরকারি হাসপাতালে এখন আইসোলেশন শয্যা রয়েছে নয় হাজার, আইসোলেশন সেন্টার রয়েছে ৫০০টি।যেসব বেসরকারি হাসপাতাল কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে সেগুলোতে এক হাজার আইসোলেশন শয্যা হবে বলে জানান তিনি।

চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সরঞ্জাম-পিপিই নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, পিপিইর সঙ্কট নেই। পিপিই তৈরি করতে সময় লেগেছে কারণ পিপিইর কাঁচামাল দেশে ছিল না, রপ্তানি বন্ধ ছিল এবং প্রস্তুতকারকও তেমন ছিল না।আমরা আস্তে আস্তে প্রস্তুতকারক তৈরি করেছি। আমরা প্রায় ১ লক্ষ পিপিই সারা বাংলাদেশে প্রতিদিন দিচ্ছি। এই সক্ষমতা আমরা অর্জন করেছি।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাতে এখন ৩ লাখ ৯৬ হাজার ১৫২টি পিপিই মজুদ রয়েছে বলে জানান তিনি।দেশের বিভিন্ন জায়গায় এরইমধ্যে করোনাভাইরাস টেস্টের ২০টি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে বলে জানান জাহিদ মালেক।তিনি বলেন,এই ২০টি ল্যাব এত সহজে স্থাপিত হয় নাই। আমাদের জানা ছিল না কতগুলো ল্যাব লাগতে পারে। এই ল্যাবগুলো অন্য দেশ থেকে আমদানি করে আনতে হয়। যেখানে আমদানি বন্ধ ছিল, আমরা বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন উপায়ে ল্যাবগুলো স্থাপন করেছি।সারা দেশে কোভিড-১৯ রোগীদের পরীক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হলেও রোগীরা তাতে আগ্রহ দেখান না বলে মন্তব্য করেন জাহিদ মালেক।তিনি বলেন,সমস্যা হল- রোগীরা টেস্ট করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না, গোপন করে যায়। ফলে অনেক চিকিৎসক এতে আক্রান্ত হয়েছে। এই আচরণ আশঙ্কাজনক। আমি আহান করব, বেশি করে টেস্ট করুন। নিজে সুস্থ থাকুন এবং করোনাভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দিন।নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে থাকায় দেশে প্রায় অর্ধশতাধিক জেলা 'লকডাউন' করা হলেও তাতে জনগণের সায় মিলছে না বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন,করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বেশি সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন, যার মাধ্যমে লকডাউনকে আরও কার্যকর করা যায়। বিভিন্ন স্থান বিশেষ করে হাটবাজার, দোকানে ঘোরাফেরা করে সংক্রমণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। রিকশা ও অন্যান্য যানবাহন অবাধে চলাচল করছে। ত্রাণ বিতরণেও জনগণ আক্রান্ত হচ্ছে। এ সমস্ত কারণে ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

রাজধানীর উত্তরার কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল ও মহাখালীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট, ফুলবাড়িয়া এলাকার রেলওয়ে হাসপাতাল ও নয়াবাজারের মহানগর জেনারেল হাসপাতালে কোভিড-১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসা চলছে।এছাড়াও মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ এবং মিরপুরের লালকুটি হাসপাতালকেও কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী।কঠিন কাজ এটা এগুলো চলমান হাসপাতাল। সেখানে রোগী রয়েছে ক্যান্সারের, ডায়ালাইসিসের, বার্নের রোগী, গর্ভবতী মায়েরা রয়েছে। তাদের অন্য হাসপাতালে সরানো, তাদের প্রেরণ করা, দুরূহ ব্যাপার। অন্য হাসপাতালের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে, বলেন তিনি।স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, সব বিভাগীয় হাসপাতালে আইসিইউসহ ২০০ শয্যা কোভিড-১৯ রোগীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর জেলা শহরে হাসপাতালের ৫০ থেকে ১০০ শয্যা ইতোমধ্যে প্রস্তুত হয়েছে।ঢাকার বেসরকারি ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১০০ শয্যা এবং আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২০০ শয্যা তৈরি রয়েছে বলেও জানান তিনি। ঘরবন্দি অবস্থায় নাগরিকদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে মন্তব্য করে জাহিদ মালেক টিভি চ্যানেলগুলোতে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বেশি করে প্রচারের পরামর্শ দেন।তাহলে তাদের মানসিক চাপ কমবে বলে আশা করি, বলেন তিনি।

বাংলাদেশে করোনা মোকাবিলায় 'জাতীয় টাস্কফোর্স' গঠনের দাবি বিএনপির

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৭।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাস মহাদুর্যোগে মোকাবিলায় 'জাতীয় টাস্কফোর্স' গঠনের দাবি জানিয়েছে বিএনপি। শুক্রবার সকালে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ কথা জানান।

তিনি বলেন,করোনা দুর্যোগের নানামুখী প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী হবে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে সুসমন্বিত ও সুবিবেচিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, ত্রাণ বিতরণ, বিভিন্ন সেক্টরে প্রণোদনা ও ঋণ প্যাকেজ বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব করছি।টাস্কফোর্সে রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট সাংবাদিক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার আহান জানান মির্জা ফখরুল। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় অগ্রাধিকারের বিষয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন,সবার আগে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং টেস্ট প্রয়োজন। রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়াটা সবার আগে। সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে যারা দিন আনে দিন খায়-দিনমজুর, যাদেরকে বলা হচ্ছে ঘরে থাকো। ঘরে থাকলে তো খাওয়া আসছে না। এদের কাছে খাদ্য পৌঁছানো, তাদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়া উচিত।এটার জন্য উপযুক্ত হচ্ছে সামরিক বাহিনী। তাদের সঙ্গে স্থানীয় যে প্রশাসন আছে, জনপ্রতিনিধি আছে, রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনগুলো আছে তাদের নিয়ে এই কাজটা সহজে করা যেতে পারে। অতীতে দুই-একবার এই কাজগুলো হয়েছে তাদেরকে নিয়ে। তাদের (সামরিক বাহিনী) সাংগঠনিক যে দক্ষতা, তারা চুরির মধ্যে থাকবে না, এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সময়ে,যোগ করেন তিনি।তিনি বলেন,আমরা ঐক্যের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। বাম গণতান্ত্রিক জোট বা বাম মোর্চার ঐক্যের একটি পরামর্শসভায় আমি যুক্ত হয়েছিলাম। আমরা কোনো রকমের সংকীর্ণতায় ভুগতে চাই না। আমরা মনে করি যে, এখন জাতীয় ঐক্যের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।ফখরুল বলেন,কীভাবে আহাজারি করছে গার্মেন্টিস শ্রমিকরা, কীভাবে আহাজারি করছে গৃহকর্মীরা, এরা অত্যন্ত দুঃস্থ হয়ে গেছে। যে বস্তিতে তারা থাকে সেখানে ঘর ভাড়া দেওয়ার উপায় নেই, সেখান থেকে তাদেরকে উচ্ছেদও করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রীর ৯৫ হাজার ৬১৯ কোটি টাকার অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণার প্রসঙ্গ টেনে মির্জা ফখরুল বলেন,প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ৯৫ হাজার ৬১৯ কোটি টাকার অর্থনৈতিক প্যাকেজটি কলেবরে বড় হলেও এটি একটি শুভঙ্করের ফাঁকি, লোক দেখানো আইওয়াশ মাত্র। প্যাকেজটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রণোদনা বলা হলেও মূলত অধিকাংশই ব্যাংক নির্ভর ঋণ-প্যাকেজ, যা বিভিন্ন সেক্টরের ব্যবসায়ী মহলকে দেওয়া হবে ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে। এতে সরকারের প্রণোদনা নিতান্তই অপ্রতুল।আর্থিক ব্যাংকসমূহের দুরবস্থা, প্রবাসী রেমিট্যান্স কমে যাওয়া এবং চলমান তারল্য সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ কীভাবে ৭৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার ঋণ প্যাকেজের জন্য অর্থ সংকুলান করবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেন অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ফখরুল।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন নসু, বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের সদস্য শায়রুল কবির খোকন ও শামসুদ্দিন দিদার উপস্থিত ছিলেন।

করোনায় দেশে আরও ১৫ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ২৬৬

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৭।। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১৫ জন মারা গেছেন। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা ৭৫। এ ছাড়া, নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ২৬৬ জন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১ হাজার ৮৩৮ জনে দাঁড়িয়েছে।

শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দৈনন্দিন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ১৯০ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৬৬ জনের মধ্যে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে। সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা ১ হাজার ৮৩৮। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন আরও ১৫ জন। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ৭৫ জন। এ ছাড়া, সুস্থ হয়েছেন আরও নয় জন। মোট সুস্থ হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা ৫৮।

সরকারের রোগতত্তল, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত দেশে শনাক্ত হওয়া ১ হাজার ৮৩৮ জনের মধ্যে ২১-৩০ বছর বয়সের মধ্যে রয়েছেন শতকরা ২১ ভাগ, ৩১-৪০ বছর বয়সের মধ্যে রয়েছেন শতকরা ১৯ ভাগ, ৪১-৫০ বছর বয়সের মধ্যে রয়েছেন শতকরা ১৫ ভাগ। এদের মধ্যে শতকরা ৪৬ ভাগই ঢাকা শহরের ও ২০ ভাগ নারায়ণগঞ্জের।

করোনা :ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ভালো:সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৭।। রাজনৈতিক বিভাজন কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলার পথে ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে বলে সতর্ক করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার দুপুরে সংসদ ভবন এলাকায় নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন,আজকের এই দুর্যোগে জাতি হিসেবে আমাদের বিভক্তি কোনোভাবেই কাম্য নয়। এ সময় বিভাজনের অনিবার্য পরিণতি ভাইরাসের ভয়ঙ্কর রূপ মোকাবেলা করা যাবে না।রাজনৈতিক বিভাজন ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে, জেনেশুনে আমরা যেন এই মারাত্মক ভুলের ফাঁদে পা না দেই।

২১০টি দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়েছে উলে:খ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, এর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৪তম। ইউরোপ-আমেরিকার তুলনায় আমরা এখনো ভালো অবস্থানে রয়েছি।ঐক্যবদ্ধভাবে করোনা মোকাবিলা করতে পারলে এই কালো মেঘ অচিরেই কেটে যাবে ইনশাল:হ। মনে রাখতে হবে এই লড়াই আমাদের সবার বাঁচার লড়াই। এই লড়াইয়ে নিজে বাঁচতে হবে অপরকেও বাঁচাতে হবে। পরস্পর পরস্পরকে সুরক্ষা না দিলে আমাদের নিজেদের সুরক্ষাই হুমকির মুখে পড়বে।করোনাভাইরাস মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী ঘরে ঘরে সচেতনতা তৈরি ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রান কমিটি গঠন করতে মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তিনি আহান জানান।

ত্রাণ বিতরণে কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি সহ্য করা হবে না জানিয়ে কাদের বলেন,এই বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কঠোর অবস্থানের কথা স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন। দলীয় পরিচয়েও কেউ ত্রাণ নিয়ে নয়-ছয় করলে ছাড় দেওয়া হবে না।করোনাভাইরাস মোকাবিলায় যারা সামনের সারিতে থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন সেই সব ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসনের কর্মকর্তা, র‍্যাব, পুলিশ, সেনাবাহিনী, গণমাধ্যম ও জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান মন্ত্রী।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সিলেটের চিকিৎসকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে তিনি বলেন,তবে এটা খুবই দুঃখজনক যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (বিএনপির মহাসচিব) ডা. মঈনের মৃত্যু নিয়ে অহেতুক দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সমালোচনা করেছেন।আমি তাকে সবিনয়ে জিজ্ঞেসা করতে চাই, আজ সারা পৃথিবী করোনায় আক্রান্ত। এখানে ধনী-গরিব, চিকিৎসক-রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী কেউ রেহাই পাচ্ছে না, করোনার সংক্রমণ থেকে কেউই রক্ষা পাচ্ছেন না। দেশে দেশে এরই মধ্যে বহু চিকিৎসক প্রাণ দিচ্ছেন। সেহেতু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করা মোটেই সমীচীন নয় বলে আমি মনে করি।

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিব নগর দিবসের কথা স্মরণ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ১৯৭১ সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন সরকার শপথ গ্রহণ করে। এ দিনই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়।আজকের সারা বিশ্ব মহাদুর্যোগ করোনাভাইরাসের কারণে দিনটি পালনের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে না পারলেও চেতনা ও বিশ্বাসে এই ঐতিহাসিক দিনটির তাৎপর্য চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে ইউএস-বাংলার বিশেষ ফ্লাইট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৭।। ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে আটটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করবে বেসরকারি এয়ারলাইন্স ইউএস-বাংলা। আগামী ২০ এপ্রিল থেকে চেন্নাই-ঢাকা ও কলকাতা-ঢাকা রুটে ফ্লাইটগুলো পরিচালিত হবে। মূলত ভারতে উন্নত চিকিৎসা নিতে গিয়ে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরে আনতে এই উদ্যোগ।

শুক্রবার সংস্থাটির মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) কামরুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন,৪৯ বাংলাদেশি নাগরিককে ফিরিয়ে আনতে ব্যাংকক-ঢাকা রুটেও একটি বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করবে ইউএস-বাংলা।তিনি বলেন,আগামী ২০ থেকে ২৫ এপ্রিল প্রতিদিন চেন্নাই-ঢাকা রুটে ছয়টি এবং ২১ ও ২৩ এপ্রিল কলকাতা-ঢাকা রুটে দুটি ফ্লাইট পরিচালিত হবে। চেন্নাই থেকে বাংলাদেশ সময় দুপুরে সোয়া ১২টায় যাত্রা শুরু হবে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবে দুপুর সোয়া ৩টায়। কলকাতা থেকে দুপুর সাড়ে ১১টায় যাত্রা শুরু হবে, ঢাকায় পৌঁছাবে দুপুর ১টায়। ভারত ও ব্যাংককে ১৬৪ আসন বিশিষ্ট বোয়িং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজে ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় আকাশ পথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে এক মাসেরও বেশি সময় আটকে পড়েছেন ভারতে চিকিৎসা নিতে যাওয়া হাজারো বাংলাদেশি। প্রস্তুতির চেয়ে অতিরিক্ত সময় হাসপাতাল কিংবা হোটেলে থাকতে বাধ্য হওয়ায় আর্থিক সংকটে অনেকেই কঠিন সময় পার করছেন।

ভারত ফেরত ৭ বাংলাদেশি কোয়ারেন্টিনে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,এপ্রিল ১৭।। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ব্যবহার করে ভারত থেকে ফেরা সাত বাংলাদেশি নাগরিককে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।শুক্রবার দুপুরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে তারা আখাউড়ায় আসেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পুলিশের বিশেষ শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিআইও-১) মো. ইমতিয়াজ আহাম্মেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।গত ৭ এপ্রিল ৬ জন এবং ১৬ এপ্রিল ১০ জনসহ এ পর্যন্ত এ চেকপোস্ট দিয়ে মোট ২৩ বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন, উলে:খ করে তিনি বলেন, আজ যারা ফিরেছেন তাদের একজন ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ভাদুঘর এলাকার, আরেকজন জেলার কসবা উপজেলার নিমবাড়ি গ্রামের। বাকিদের মধ্যে কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর ও ইটনা উপজেলার দুই জন, কুমিল:ার দাউদকান্দি উপজেলার একজন এবং ঢাকার ভাটারা থানা এলাকার দুই জন।পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের একটি প্রতিনিধি দল আজ ফেরত আসাদের সরাসরি আখাউড়া চেকপোস্ট থেকে বিজয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টারে নিয়ে যান। উলে:খ্য, করোন সংক্রমণ রোধে ভারতজুড়ে চলা লকডাউনের কারণে বহু বাংলাদেশি পর্যটক সে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আটকা পড়েন।

বাজারিছড়ায় গরিব বৃদ্ধের বসতঘর তৈরি করে দিলেন স্থানীয় সদাশয় যুবকরা

বাজারিছড়া (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ। এরই মধ্যে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়ায় জনৈক গরিব বৃদ্ধের বসতঘর তৈরি করে মানবতার নজির সৃষ্টি করেছেন এলাকার কতিপয় যুবক।

ছয়ের পাতায়

লকডাউন : গণবণ্টনে দুর্নীতি, করিমগঞ্জে শিক্ষকদের তদারকিতে ডিলারদের চাল বিলির নিদান মন্ত্রী পরিমলের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের সুযোগকে হাতিয়ার করে জেলার কিছু সংখ্যক পাইকারি ব্যবসায়ী, ডিলার নিজেদের আখের গোছাতে সরকারি নির্দেশাবলী অমান্য করে চলছেন। রেশন কার্ডহীনদের সরকার কর্তৃক এককালীন সাহায্যের এক হাজার টাকা বণ্টনেও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা স্বজনপোষণ নীতি অবলম্বন করেছেন। এ সব অভিযোগের পাহাড় জমেছিলো করিমগঞ্জ জেলায়। এই সব নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতিবাজদের লাগাম ধরতে শিক্ষক নিয়োগ করার নিদান দিয়েছেন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। করোনা মোকাবিলায় করিমগঞ্জ জেলার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার এসেছিলেন রাজ্যের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। এখানে এসে এ ধরনের বহু অভিযোগের মুখোমুখি হলে এই নিদান দিতে হয়েছে মন্ত্রীকে।

জেলা প্রশাসনের নির্ধারণ করে দেওয়া দ্রব্যমূল্যকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শহরের পাইকারি ব্যবসায়ীরা লকডাউনের বাহানায় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী চড়া মূল্যে বিক্রি করছেন। অন্যদিকে সরকার কর্তৃক বরাদ্দ বিনামূল্যের মাথাপিছু ৫ কেজি চাল বণ্টনেও ব্যাপক অনিয়ম হচ্ছে। ডিলাররা জনপ্রতি ৫ কেজির পরিবর্তে ৪ কেজি করে চাল বণ্টন করছেন। এ সব নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দুর্নীতিতে লাগাম টানতে মন্ত্রী বেশ কিছু উদ্যোগও হাতে নেন।

শুক্রবার বিকেলে করিমগঞ্জে এসে তিনি জেলা প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ এক পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন। বৈঠকের শুরুতেই করোনা মোকাবিলায় জেলার সার্বিক পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন জেলাশাসক আনবামুথান এমপি। জেলার স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ, পূর্ত বিভাগ, আবগারি বিভাগ, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগ সহ প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের অনুপুঙ্খ খোঁজখবর নেন করিমগঞ্জ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। তবে আজকের পর্যালোচনা সভায় জেলার খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের গণবণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে প্রচণ্ড অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী। সরকার কর্তৃক বরাদ্দ মাথাপিছু বিনামূল্যের ৫ কেজির চাল বণ্টনে যে ডিলাররা দুর্নীতি করছেন, এই বিষয়টিও উঠে আসে পর্যালোচনা সভায়।

প্রায় দু ঘণ্টার দীর্ঘ পর্যালোচনা সভা শেষে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, গণবণ্টন ব্যবস্থায় চাল নিয়ে যে দুর্নীতি চলছে সেটা শুধু করিমগঞ্জ জেলায় নয়, এই অভিযোগ বরাকের সর্বত্র। তাই পর্যালোচনা সভায়

ছয়ের পাতায়

করোনার র‍্যাপিড টেস্টে সাফল্য কেরলের ইনস্টিটিউটের

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যেই নির্ভুল রেজাল্ট ! করোনার র‍্যাপিড টেস্টে সাফল্য কেরলের ইনস্টিটিউটের। ত্রিবান্দ্রামের শ্রী চিত্রা তিরুনাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এসসিটিআই)-র বানানো এই টেস্ট কিটে একসঙ্গে অনেক রোগীর থেকে নেওয়া নমুনাও পরীক্ষা করা যাবে। খরচও সাধ্যের মধ্যেই। জানা গেছে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর অনুমোদনে এমন টেস্ট কিট ইতিমধ্যেই ব্যবহার করা হচ্ছে কেরলের বেশ কিছু হাসপাতাল-নার্সিংহোমে। গবেষকরা বলছেন, এই টেস্ট কিট হল ছোটখাটো একটা ডিভাইসের মত। করোনার সংক্রমণ রয়েছে কিনা জানতে লালা রস এই ডিভাইসে রাখলে মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যেই নির্ভুল রেজাল্ট দেবে। এখানেও আরটি-পিসিআর (রিভার্স পলিমারেজ চেন রিঅ্যাকশন) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একসঙ্গে ৩০টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করতে পারে এই টেস্ট কিট। খরচ পড়বে হাজার টাকা। শ্রী চিত্রা তিরুনাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বায়োমেডিক্যাল উইংয়ের বিজ্ঞানী ডক্টর অনুপ ঠেক্কুভেট্টিল বানিয়েছেন এই টেস্ট কিট। তিনি ও তাঁর টিম মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই এই টেস্ট কিট বানিয়ে ফেলেছেন। এসসিআইটির ডিরেক্টর ডক্টর আশা কিশোর বলেছেন, "রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ লুপ পদ্ধতিতে ভাইরাল নিউক্লিক অ্যাসিড শনাক্ত করা হচ্ছে এই টেস্ট কিটে। বিশ্বে খুব কম ধরেনর টেস্ট কিটেই এমন উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ভাইরাস যদি জিনের গঠন বদলেও ফেলে, তাহলেও আরএনএ ভাইরাল জিন নির্ভুলভাবে শনাক্ত করা যাবে এই টেস্ট কিটের মাধ্যমে।"

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব অধ্যাপক আশুতোষ শর্মা বলেছেন, "করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে হলে র‍্যাপিড ও র‍্যান্ডম টেস্টের প্রয়োজন। যত কম সময়ে বেশিজনের টেস্ট করা যাবে, তত দ্রুত সংক্রমণখে ছড়িয়ে পড়া থেকে রোখা যাবে। কম খরচে র‍্যাপিড টেস্টের এমন উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার করে নজির গড়েছে কেরলের এই ইনস্টিটিউট।"

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ওজন কমাতে মাশরুম খান

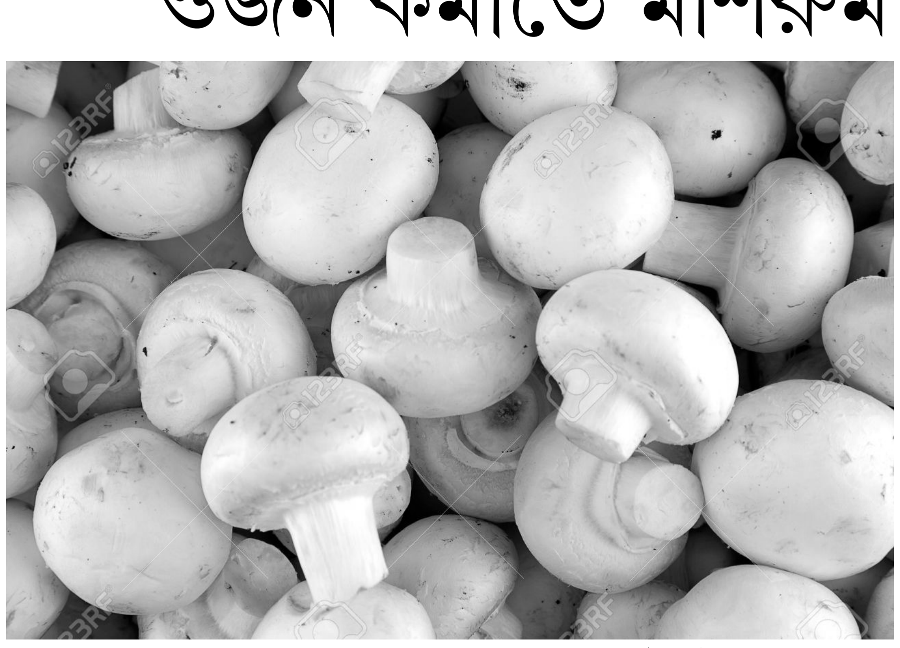

মাশরুম একটি ভেষজ গুণ সম্পন্ন ও সামান্য ক্যালরিযুক্ত খাবার। এই খাবারটি কিন্তু অতিরিক্ত ওজন কমাতেও সাহায্য করে। এক গবেষণায় জানা গেছে, পোর্টোবোলো প্রজাতির মাশরুম খাদকের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও ওজন কমায়। স্কুল পালবিক হেলথের পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন, চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মাশরুম কার্যকরী ভু মিকা রাখতে পারে। চিনি বা শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই যারা ওজন কমাতে চান তারা লাভবান হতে পারেন। পিটার জানিয়েছেন, আমদের শরীরের প্রত্যেকটি কোষে শর্করা প্রয়োজন। রক্তে শর্করা শরীরের কোষগুলি গ্রহণ করতে পারেননা। ফলে অতিরিক্ত শর্করা শরীরে মেদ হিসেবে জমা হয়। আর মাশরুম রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে। গবেষণার মাধ্যমে জানানো হয়েছে, গবেষণার অংশ হিসেবে মিষ্টি পানীয়ের প্রতিক্রিয়ায় শর্করার মাত্রা কেমন থাকে তা দেখার জন্য ১৯ থেকে ২৯ বছর বয়সী আটজন পুরুষ ও ১০ জন মহিলা দুই সপ্তাহ ধরে ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেটস্ট পরীক্ষা করা হয়। এদের প্রত্যেককে সমান মিষ্টি তিন ধরনের পানীয় খাওয়ানো হয়। এই প ানীয়ের মাধ্যমে ছিল ৭৫ গ্লুকোজ ড্রিংক, ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ ড্রিংকের সঙ্গে .৫ গ্রাম পোর্টোবোলো পাউটার. ৯.৫ গ্রাম পোর্টোবোলো পাউডারের সঙ্গে সুগন্ধী জল।

পরীক্ষার ফল হিসেবে দেখা যায়, গ্লুকোজ ড্রিংকের সঙ্গে পোর্টোবোলো পাউডার খাওয়ার ফলে রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা কমে গেছে। এ্ি গবেষণার প্রতিবেদন জানানো হয়েছে, এই পরীক্ষায় এটা স্পষ্ট হয় যে মাশরুম রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গ্রাহকের ওজনে ভারসাম্য রাখে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ফল পায় মহিলারা।

শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে অবহেলা না করে গুরুত্ব দিন

উচ্চ রক্তচাপ শুধু বয়স্কদের অসুখ নয়, শিশু-কিশোরদেরও হয়ে থাকে। তাই শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে অবহেলা না করে গুরুত্ব দেয়া উচিত। কারণ তা না হলে তার ফল হতে পারে মারাত্মক। শিশু ও উচ্চ রক্তচাপ? শিশু ও উচ্চ রক্তচাপ এ দুটো শব্দ যেন একসাথে মানায় না। উচ্চ রক্তচাপ যেন শুধু বয়স্কদের অসুখ--- এমনটা মনে করেন অনেকেই। তবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বলেন গ্যোটিংসেন শহরের শিশু বিশেষজ্ঞ। তাদের কথায় শিশু কিশোরদের মধ্যে চার থেকে পাঁচ ভাগেরই উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তবে তা বেশিরবাগ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। গুরুত্ব দেয়া হয় এক গবেষণায়। শিশুদের উচ্চ রক্তচাপকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হয় না। যদিও এর ফলে শিশুদের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। অসুখের দিক দিয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক — এই দুটোই সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। স্কুলের স্ট্রেট আগে শোনা যেত স্ট্রেস শুদু বড়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আজকের দিনে সেটা আর ঠিক নয়। কারণ বাচ্চাদের স্কুল থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রতিযোগিতার যুদ্ধ, যার পলে ওদেরও থাকেপ্রচন্ড মানসিক চাপ। আর উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণই যে হলো মানসিক চাপ। খেলাধূলার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন পড়াশুনা বা স্কুলেড অন্যান্য চাপের পাশাপাশি খেলাধূলা, গান ব াজনা বা কোনো হবি থাকা। যাতে শিশু, কিশোর কিশোরীরা তাদের রাগ, দুঃখ, কষ্ট ভুলে গিয়ে মাথাটাকে পুরোপুরি অন্যদিকে ঘোরাতে পারে। খাওয়া দাওয়া— শিশু কিশোররা খেতে পছন্দ করেন পিজা, তেলে ভাজা ফ্রেঞ্চফ্রাই বা এধরনের নানা খাবার। এসব খাবারে থাকে প্রচুর তেল এবং লবণ। তাছাড়া কফিন সহ এনার্জি ড্রিংক বা মিষ্টি পানীয়ও অল্প বয়সীদের বেজায় পছন্দ। উচ্চ রক্তচাপ সহজে বোঝা যায় না শিসু কিশোরদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ সেভাবে বোঝা যায় না। তবে অনেকের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে নাক য়ি রক্ত পড়া, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি হতে দেখা দেয়। নিজের সন্তানের এ ধরনের পরিবর্তন দেখলে মা বাবার সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। অতিরিক্ত ওজন— অনেক সময় বংশগত ধারাকে উপেক্ষা করার উপায় থাকে না--- তা উচ্চ রক্তচাপই হোক বা অতিরিক্ত ওজনের সমস্যাই হোক। তাই যাদের মা বাবার অতিরিক্ত ওজন এবং উচ্চ রক্তচাপে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকে খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর রাখা ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ধমনির কাঠিন্য কার্ডিওলজিস্টরা বলেন, উচ্চ রক্তচাপের চেয়েও ধমনির কাঠিন্য বা সমস্যা থেকে হৃদরোগ হতে পারে। এক্ষেত্রে ধমনি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে। তাছালা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ধূমপান, ডায়াবেটিস সহ অন্যান্য অসুখও।

কিডনি নষ্ট হয়ে যাবার ভয় —উচ্চ রক্তচাপের ফলে অনেকের কিডনি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রকমটা হলে সারা জীবনের জন্য ডায়ালিসিসের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। অথবা নিতে হয় কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো ঝুঁকিও। ওষুধ প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ওষুধ সেবনও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে হাইপার অ্যাকটিভ, অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চঞ্ল বা অশান্ত ছটফটে বাচ্চাদের কথা। বহুক্ষেত্রে তাদের যে সমস্ত ওষুধ দেয়া হতে থাকে, তা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়। রক্তচাপ মাপা প্রয়োজন যেসব বাচ্চার কিডনি, ইউরিনারি নালী এবং আয়োডিনের সমস্যা রয়েছে অথবা যারা হার্টে খুঁত নিয়ে জন্মেছে, তাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্ত চাপ মাপা প্রয়োজন। এই পরামর্শ দিয়েছেন জার্মানির বিশেষজ্ঞ। কিছু নিয়ম— নিয়মিত শরীরচর্চা অনেক রোগ ব্যাধিকে দূরে রাখে। তাই শৈশবেই শরীর চর্চা ও সুষম খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন। বিশেষ করে যথেষ্ট কলা, বিভিন্ন বাদাম, আলু ইত্যাদি। অন্যদিকে, লবণ জাতীয় খাবারকে না বলা দরকার। স্ট্রেস এড়িয়ে যোগ ব্যায়াম ও বিনোদনমূলক কোনো ব্যায়াম করাও যেতে পারে। তার সঙ্গে অবশ্যই নিজেকে ধূমপান এবং ধূমপায়ীদের কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে।

মূত্রনালির কিছু সমস্যা ও সমাধান

শরীর থেকে বর্জ্য নিঃসরণ কিডনি ও মূত্রতন্ত্রের মূল কাজ। শরীরে জল ও লবণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও কিডনি মূত্রতন্ত্র রাখে বিশেষ অবদান। বর্জ্য নিঃসরণ মূত্রতন্ত্রের অপর্যাপ্ত ক্ষমতা বা অক্ষমতায় এসব বর্জ্য শরীরে জমা হয়ে আমাদের শরীরের সুস্থ আবহকে বিঘ্নিত করে।

স্বাভাবিক প্রস্রাবের অভ্যাস কেমন?

--- একজন মানুষ ২৪ ঘন্টায় সাধারণত ২ দশমিক ৫ থেকে তিন লিটার জল বা জল পান করে থাকে। কিডনির কাজ করার ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকলে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার খুব বড় তারতম্য না হলে প্রতি ২৪ ঘন্টায় এক হাজার ৫০০ সিসি প্রস্রাব ডিনি তৈরি করে থাকে। আমাদের শরীর থেকে কিছু জল ঘাম আকারে, কিছু জল শ্বাস প্রশ্বাসের স ঙ্গে কিছু জল মলের সঙ্গে বের হয়ে যায়। যেহেতু আমাদের প্রস্রাবের থলির স্বাভাবিক ধারণক্ষমতা ৩০০ সিসি বা তাই স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ ২৪ ঘন্টায় পাঁচবার প্রস্রাব করে থাকে। সাধারণত দিনে চারবার বা রাতে একবার।কিছু জল শ্বাস প্রশ্বাসের স ঙ্গে কিছু জল মলের সঙ্গে বের হয়ে যায়। যেহেতু আমাদের প্রস্রাবের থলির স্বাভাবিক ধারণক্ষমতা ৩০০ সিসি বা তাই স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ ২৪ ঘন্টায় পাঁচবার প্রস্রাব করে থাকে। সাধারণত দিনে চারবার বা রাতে একবার। তবে নানাবিধ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কারণে বারবার প্রস্রাবের প্রবণতা দেখা দিতে পারে, আবার কমেও যেতে পারে। যদি আমরা অতিরিক্ত জল বা তরলজাতীয় খাবার খাই, তবে প্রস্রাবের পরিমাণ বেশি হুহয়, বারবার প্রস্রাব হয়।

বারবার প্রস্রাব হয় ডায়াবেটিসেও। অন্যদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধির দ্বসঙ্গে ব য়সজনিত স্বাভাবিক পরিবর্তন হিসেবেই বৃদ্ধি ঘটে প্রোস্টেট গ্রন্থির। প্রোস্টেট গ্রন্থি প্রস্রাব প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে প্রস্রাবের থলি সব সময় সম্পূর্ণ খালি হয় না। আর বৃদ্ধি পাওয়া প্রোস্টেট সৃষ্টি করে প্রস্রাবের থলির মুখে এক ধরনের অস্বস্তি। বয়োবৃদ্ধির কারণে নারী প ুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রস্রাবের থলিরই ধারণক্ষমতা কমে যায়। বারবার প্রস্রাব করার প্রবণতা বেড়ে যায়। প্রস্বাব করা বা না করার এই নিয়ন্ত্রণ কি সব সময় রক্ষা করা সম্ভব ? না। তবে অবশ্যই তা স্বাভাবিক নয়। নানা ধরনের স্নায়ুবিক অসুস্থতা, প্রস্রাবের থলির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে যেসব স্নায়ু তার বৈকল্য বা সমন্বয়হীনতা, প্রস্রাব প্রদাহে, হরমোনের বারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি ও প্রস্রাবের থলির নানাবিধ অসুস্থতায় এ নিয়ন্ত্রণ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। ব্যক্তি যখন এ নিয়ন্ত্রণ হারায়, তখন সে আর পারে না নিজ ইচ্ছানুসারে প্রস্রাব করতে। কখনো কখনো কারো কারো ক্ষেত্রে ঘটে অনভিপ্রেত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের অজান্তে প্রস্বা ঝরে যাওয়ার মতো বিব্রতর ঘটনা, যা কেবল অসুস্থতাই নয়, সামাজিকভাবে বিব্রতকরও বটে। তবে এসবই নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও নিরাময়যোগ্য।

প্রয়োজন শুধু সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।প্রয়োজন শুধু সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

স্বাভাবিক প্রস্রাব কেমন?

স্বাভাবিক প্রস্রাব পরিষ্কার, রংহীন বা হলুদভাব। প্রস্রাব পরিত্যাগের প্রক্রিয়া বাধাহীন, ব্যথাশূন্য সম্পূর্ণই স্বস্তিকর। প্রক্রিয়াটি শুরু করা যায় নিজ ইচ্ছায়, প্রয়োজন হয় না কোনো চাপ দেওয়ার। গতি থাকে একটানা, শেষ হয় ২০ সেকেন্ডে। প্রক্রিয়াটি শেষ করে অনুভব করা যায় এক স্বাভাবিক পরিতৃপ্ত। যদি প্রস্রাব হয় ঘোলা, অতিরিক্ত ফেনাযুক্ত বা অস্বাভার্িবিক দুর্গন্ধযুক্ত। প্রক্রিয়াটি যদি হয় ব্যথা, জ্বালা, যন্ত্রণাপূর্ব তাহলে এটি স্বাভাবিক নয়।এমনটা হতে পারে প্রস্রাবের প্রদাহ সহ নানাবিধ অসুস্থতায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সঠিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ. প্রস্রাবের রং যদি লাল হয় বা থাকে, তাতে রক্তের অস্তিত্বেরবিষয়টি গুরুত্ব স হকারে বিবেচনায় নেয়া জরুরি। ব্যথাশূন্য প্রস্রাব পরিত্যাগ প্রক্রিয়ায় যদি প্রস্রাবে রক্ত থাকে, তবে তা নিতে হবে অতীব জরুরি ও ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্যসমস্যা হিসেবে। সামান্য কালক্ষেপণও এক্ষেত্রে হতে পারে অসামান্য ক্ষতির কারণ. অথচ সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ, রোগনির্ণয় ও উপযুক্ত চিকিৎসায় এ ধরনের জীবনঘাতী অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণ নয়, শুধু অনেক ক্ষেত্রেই নিরাময় সম্ভব।

পরিষ্কার ও ঝলমলে চোখ পেতে যা করবেন

আমাদের দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল চোখ। তাই চোখের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। চোখ আছে বলেই আমরা সুন্দর এই পৃথিবী দেখতে পাই। তাছাড়া দেহের সুস্থতার জন্য চোখেরসুস্থতারও প্রয়োজন আছে. আপনি হয়ত খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে চোখে কোনো সমস্যা হলে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় ভুগি। চোখে জ্বালা পোড়া, হলে, চুলকালে, এলার্জি হলে বেশ কিছু সময়ের জন্যভয় হয় মনে। ে চোখে বিভিন্ন সময় সমস্যা খো য়োর কারণগুলো হল অসুখ বা অন্য দৈহিক সমস্যা ক্লান্তি, কম ঘুম হওয়া, দীর্ঘ সময় কাজ করা, দীর্ঘক্ষণ ধরে টিভি ল্যাপটপ কম্পিউটার হল দেখা, দেহে পুষ্টির অভাব, জলশূন্যতা, অত্যধিক মদ্যপান, ধূমপান করা এবং দুর্বল লিভার পরিষ্কার ও পরিষ্কার ঝলমলে চোখ ও দৃষ্টি পেতে নিজের লাইফস্টাইল কিছু পরিবর্তন আনুন এবং ঘরেই নিজের চোখের যত্ন নিন। চোখ ম্যাসেজ --- চোখের ম্যাসেজ সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার অন্যতম উপায় হল চোখ ম্যাসাজা করা। ম্যাসাজের মাধ্যমে চোখে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পা?. হাতে সামান্য অলিভ অয়েল ও নারকেল তেল নিয়ে নিন। তারপর হাতের আঙুলের সাহায্যে চোখের চারপাশে ধীরে ধীরে ম্যাসোজ করুন। প্রতিদিন এক বার চোখে এভাবে ম্যাসেজ করুন।

গোলাপ জল — ক্লান্ত চোখকে মুহূর্তে সচল করে তুলতে গোলাপ জল খুবই ুপকক্কারী। গোলাপ জবল চোখ ঠান্ডা রাখে, চোখের চারপাশের কালো দাগ রোধ করে এবং চোখের ফোলা বাব কমই দেয়।টুকরো কটন বল গোলাপ জলে ভিজিয়ে নিন। শুয়ে পরুন এবং গোলাপ জলেে ভজানো তুলোর টুকরো চোক বন্ধ করে ওপরে য়ে রাখুন। ১০ মিনিট রেখে চোখ ধুয়ে ফেলুন। যখনই চোখ ক্লান্ত লাগবে তখন এই সহজ কাজটি করতে পারেন। শসা— ক্লান্ত ও অনুজ্জ্বল চোখের জন্য শশা খুব ভালো। শসার পানীয় উপাদান ক্লান্ত চোখের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে দিতে সহায়তা করে থাকে, চোখের ডার্ক সার্কেল সমস্যা রোধ ককরে এবং চোখের নিচেরে ফালাভাব কমিয়ে দেয়। শশা স্লাইস করে কেটে নিন, তারপর ১০-১৫ মিনিট প্রিজে রেখে দিন।শুয়ে পরুন, ঠান্ডা শসা চোখের ওপরে দিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। তারপর জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন। চোখের প্রয়োজন মাঝে মাঝেই এই কাজটি করতে পারেন। আপনি চাইলেই একই উপায়ে আলু দিয়ে চোখের যত্ন নিতে পারেন।

মুখে ও নাকের ব্ল্যাকহেড দূর করুন ২০ মিনিটে

ব্ল্যাকহেড বিষয়টির সাথে আমরা সবাই পরিচিত।বিশেষ করে নাকের পাশের অংশে এটি বেশি হয়ে থাকে এবং জায়গাটিকে বেশ কালচে করে তুলে। মূলত বিভিন্ন ধরনের ময়লা, তেল আর মেদ থেকে ক্ষরিত র সের সমন্বয়ে এক ধরনের কালো দাগ গড়ে তোলে নাকের পাশে, ঠোঁটের নিচে, থুতনিতে এবং কপালে। আর এটি শক্ত হয়ে ত্বকের ছিদ্রপথ বন্ধ করে ফেলে। এগুলোই ব্ল্যাকহেড নামে বিশেষ পরিচিত। প্রতিদিনের মুখ ধোয়া সত্ত্বেও এগুলো মুখে উঠে থাকে। এই ব্ল্যাকহেড থেকে ত্বককে বাচাতে যে পদ্ধতিগুলো আপনি বাড়ি বসেই সেরে নিতে পারেন। ব্ল্যাকহেড --- প্রথমত আপনার ত্বকের বিভিন্ন মরা চামড়া যেগুলো ত্বকের ছিদ্রপথ বন্ধ করেফেলে নির্মূল করুন।এর জন্য ভালা কেটি ডিপ ফেস ক্লিনার ব্যবহার করুন। এরপরে পরিষ্কার করা মুখে গরম জলে ভাব দিয়ে ১০ মিনিট স্টিম করেন। এতে ত্বকের ব্ল্যাকহেডগুলো নরম হয়ে যাবে। ফলে এগুলো নির্মূল করা বেশ সহজ হয়ে যাবে। এক কাপ জলে ৪ টেবিল চামচ বেকিং সোডা পেস্ট করে মুখে লাগান। পেস্টটি মুখে ১০ মিনিট র াখার পরে হালকাভাবে ধুয়ে নিন। বেকিং সোডা ত্বকের থাকা বিভিন্ন ময়লা এবং ব্যাকটেরিয়া দূর করে ফেলে। তবে মুখটি ধোয়ার জন্য হালকা কসুম গরম জলে ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। এভাবে মাত্র ২০ মিনিটের ব্যবধানে দূর করে ফেলতে পারেন মুখের যত সব নোংরা ব্ল্যাকহেডস।

নতুন মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবশ্য করণীয় ৫টি কাজ

মা হওয়া মহিলাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রতিটি মহিলাই এই স্বপ্ন দেখে থাকেন। তাই গর্ভধারণের ব্যাপারটি তাদের কাছে অনেক বেশিমূল্যবান একটি সময়।গর্ভধারণের সময়টা শুধুমাত্র মহিলাদের জন্যই নয় তার আশপাশের সকলের জন্য আসলেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়। সঠিক পুষ্টি ও সঠিক নিয়মে কাজ কর্ম হচ্ছে কিনা তা সকলের জানা এবং সব সময় খেয়ালা রাখার দায় দায়িত্ব সকলের। কিন্তু সন্তান জন্মের পরের সময় অনেকেই প্রসূতি মাকে অবহেলা করতে দেকা যায়। নতুন মা হয়ে মহিলারাও সন্তানের খেয়াল রাখতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে পারেন না নিজের প্রতি। কিন্তু এই সময়টাই মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এই সময়েও স্বস্থ্য ঠিক রাখতে সকলের রাখতে হবে বাড়তি একুট খেয়াল। যত্ন নিতে হবে নতুন মায়ের নিজেরও। এতে করে মা ও শিশু দুজনেই সুস্থ থাকবেন। পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ছেড়ে দেবেন না। গর্ভকালীন সময়ে মাকে যেবাবে যে ধরনের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ ডাক্তাররা দিয়ে থাকেন ঠিক তেমনই গর্ভকালীন পরবর্তী সময়ে একই পুষ্টিকর খাবার খাওয়া পরামর্শ দেন তারা।কারণ বাচচাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য একজন মাকে বাড়তি ২০০ থেকে ২২০ ক্যালরি খাবার খেতে হয়। তাই প্রোটিন, ভিটামিন, ফাইবার জাতীয় খাবার অবশ্যই এই ধ্বসময় খাবেন। ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়ার পরিমাণ বালান। গর্ভকালীন পরবর্তী সময়ে খাদ্য তালিকায় অবশ্যই ফলমূল এবং শাকসবজির পরিমাণ বাড়িয়ে দেবেন। কারণ বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে মায়ের দেহ রাখে সুস্থ, এতে শিশুও সুস্থ থাকে। দেহের ওপর চাপ দিয়ে কাজ করবে না--- মহিলাদের সংসারের অনেক ধরনের কাজ রতে হয়। গর্ভকালীন পরবর্তী সময়ে অনেকেই নিজের আগেররুটিনে ফিরে যেতে শরীরে ওপর চাপ ফেলেও কাজ করে থাকেন যা একেবারেই উচিত নয়। কাজ করুন, তবে বুঝে শুনে। মনে রাখবে মায়ের অসুস্থতার প্রভাব বাচ্চার ওপর পরে। ঘন্টা তিনেক ধরে রান্না করারকাজ না করে সহজ ধরনের রান্না করুন, ঘরের কাজের জন্য মায়েদের ওজন বেড়ে যায়।অনেক স্বাস্থ্য সচেতন মায়েরা চেষ্টা করেন সে ওজনটুকু কমিয়ে আগের মতো হয়ে যেতে চান।কিন্তু কাজটি বেশ সাবধানে করতে হবে। একবারে করতে পারবেন না, এতে শরীরের ওপর খারাপ প্রভাব পড়বে। ডায়টিং করতে যাবেন না, খাদ্যতালিকায় সুষম খাবার রাখুন, হালকা পাতলা ব্যায়াম করে নিন। জল ও জল জাতীয় খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন— প্রতিবার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানার পরে এক গ্লাস জল অবশ্যই পান করে নেবেন। দিনে অন্তত ৮ গ্লাস জল পান করবেন। সে সাথে ফলের রস, ডাবের জল, গ্লুকোজ ইত্যাদি ধরনের জল জাতীয়খাবার রাখবেন। এতে ডিহাইড্রেসনের সমস্যায় পড়বেন না।

ছবি এঁকে ফারাহর কন্যা
করোনাভাইরাসের সংক্র
আসেননি! শাহরুখ খান
হয়েছে গণমাধ্যম থেকে
তারকাদের আড়ালে প
তারাও এগিয়ে এসেছে
রুপি। এই ছবিগুলো বি
অন্যাকে একটু পরিচয় ব
ছবিগুলো বানিয়েছেন বি
দিয়েছেন ফারাহ। সেখা
মেয়ে অন্যা ৭০ হাজার
আমাদের ঘরের পোষ্যর
জন্য। ওই সব মানুষদে
ভারতজুড়ে এখন লকড
সেই সহায়তায় অন্যার

শুক্রবার বিধায়ক আশীষ সাহা দুস্থদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

বিহারে ৬৫০ তাবলীগীর জমায়েত এক বিরাট ষড়যন্ত্র দাবি আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): বিহারের মরকজে তাবলীগী জামাত নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। শুক্রবার তিনি বলেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের আদি শহর নালন্দায় ৬৫০ বেশি তাবলীগী জামাত লোকদের একত্রিত করা ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে।

শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় প্রাক্তন সাংসদ, লেখক, চিন্তাবিদ আর কে সিনহা বলেন, বিহারের নালন্দা জেলা থেকে একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয় সংবাদ শোনা গেছে। নালন্দার মরকজে (তাবলীগী জামাতের কেন্দ্র), বিহার ও ঝাড়খণ্ডের অনেক জেলা থেকে জামাতের সদস্যরা জড়ো হয়েছিল। উদ্বেগের বিষয় যে, তাবলীগ জামাতের এই অনুষ্ঠানের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও খোলা জায়গায় বড় প্যান্ডেল করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিহারের পাটনা, দ্বারভাঙ্গা, মধুবনী, আররিয়া, কিশানগঞ্জ, পূর্ণিয়া, মুজাফফরপুর প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি জেলায় তাবলীগীরা রয়েছে, তবে নালন্দ কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল? এটাই ষড়যন্ত্রের গন্ধ। এটি একটি গুরুতর বিষয় এবং সরকারের উচিত এই বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।

আর কে সিনহা বলেন, যে এখনও পর্যন্ত বিহারের করোনার বিরুদ্ধে লড়াই ভাল হচ্ছিল, যদিও বিহারে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৩ এ পৌঁছেছে। খোদ মুঙ্গের জেলায়ই একই পরিবারের ন'জন করোনায় আক্রান্ত। তিনি বলেন, তাবলীগী জামায়াতের লোকজনের ভ্রমণ ইতিহাসের সন্ধান করে সামাজিক দূরত্বের যত্ন নেওয়া উচিত। সামাজিক দূরত্বের বিষয়টি আরও কড়াভাবে পালন করা উচিত। তাদের এবিষয়ে সচেতন করা গেলে তবেই করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে বলে মনে করেন তিনি।

এদিন, ব্যাংকগুলিতে ভিড়ের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রাক্তন সাংসদ সিনহা বলেন, জনধন অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে, সমস্ত গরিবকে পাঁচশত টাকায় টাকা পাঠানো হচ্ছে, তবে এই টাকা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কে যে দীর্ঘ লাইন পড়ছে, সেখানে সামাজিক দূরত্বের উড়ে যায়। এমন যেন না হয় যে, পাঁচশো টাকার জন্য গরীবকে প্রাণ হারাতে হয়। সুতরাং, সামাজিক দূরত্ব ঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব পুলিশ-প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার।

এদিন আর কে সিনহা চলচ্চিত্র অভিনেতা সালমান খানের ভিডিও বার্তার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, তাঁর নয় মিনিটের ভিডিও বার্তায় তিনি যেভাবে তাঁর সম্প্রদায়কে করোনার ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন তা প্রশংসনীয়। এটি যতটা সম্ভব শেয়ার করা উচিত।

লকডাউনের প্রভাব অসমের চা শিল্পে, উৎপাদন কম ৮ কোটি কেজি, ১২১৮ কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কা

গুয়াহাটি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : মহামারি নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রকোপে বিশ্বজুড়ে লকডাউন চলছে। ভারতও ব্যতিক্রম নয়। গোটা দেশে লকডাউনের আজ ২৪ দিন। দীর্ঘদিন লকডাউনের ফলে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে অসমের চা শিল্পে। চা পাতার উৎপাদন, রাজস্ব সংগ্রহ থেকে শুরু করে রাজ্যের চা শিল্পে ব্যাপক লোকসানের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে 'টি বোর্ড অব ইন্ডিয়া'র এক তথ্যের ভিত্তিতে 'নর্থ ইস্টার্ন টি অ্যাসোসিয়েশন' সম্প্রতি এক সমীক্ষা-প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনটি উদ্বেগজনক বটে। সংস্থার উপদেষ্টা বিদ্যানন্দ বরকটকির দাবি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর অসমে চায়ের উৎপাদন কমপক্ষে ৮ কোটি কিলোগ্রাম কমে যাবে। গত বছর, অর্থাৎ ২০১৯ সালে অসম সমেত উত্তর ভারতে প্রতি কিলোগ্রাম চা পাতার বার্ষিক গড় নিলামমূল্য ছিল ১৫২.২৬ টাকা। সেই হিসাবে চলতি লকডাউনের জেরে অসমের চা শিল্প মোট ১,২১৮ কোটি টাকা রাজস্ব হারাবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, অসমের চা শিল্প পুরোপুরি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। সাধারণত রাজ্যে প্রতি বছরই চা উৎপাদনের মরশুম মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হয়। কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং গোটা দেশে লকডাউন জারির ফলে গত ২২ মার্চ থেকে রাজ্যের চা বাগানগুলিতে পাতা তোলার কাজ বন্ধ ছিল। তাই শুধুমাত্র মার্চ মাসেই প্রায় ৩০ লক্ষ কিলোগ্রাম চা পাতার উৎপাদন কমে গেছে বলে মনে করছে 'নর্থ ইস্টার্ন টি অ্যাসোসিয়েশন'। তার কারণ, উৎকৃষ্ট চা পাতার জন্য কঁচি তিন পাতার কুরি (শিস) প্রয়োজন হয়। লকডাউনের পরিণতিতে চা বাগানগুলিতে ৩৫ শতাংশ পাতা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পুষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই সেগুলি কেটে ফেলে দিতে হবে। এর জন্য অনেক সময় নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি পুষ্ট পাতা কাটা গাছগুলিতে নতুন কুরি গজাতে আরও দুই থেকে তিন সপ্তাহ লাগবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে মনে করা হচ্ছে, এপ্রিল এবং মে মাসে চায়ের উৎপাদন কমবে। 'নর্থ ইস্টার্ন টি অ্যাসোসিয়েশন'-এর ধারণা, শুধু এপ্রিলেই চা পাতার উৎপাদন ৩০ লক্ষ কিলোগ্রাম এবং মে মাসে ২০ লক্ষ কিলোগ্রাম কমবে।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের গাইডলাইন মেনে ইতিমধ্যেই চা বাগানগুলিতে চা পাতা তোলার কাজকর্ম এগিয়ে নিতে অনুমতি দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীদের সুরক্ষার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন তদারকি করছে। এই পরিস্থিতিতে ব্যাপক রাজস্ব লোকসানের বিষয়টি মাথায় রেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে 'নর্থ ইস্টার্ন টি অ্যাসোসিয়েশন'।

করোনামুক্ত হল অরুণাচল, শুক্রবার ছুটি পেলেন একমাত্র রোগী আবদুল

ইটানগর (অরুণাচল প্রদেশ), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশে কোভিড-১৯ আক্রান্ত একমাত্র রোগী আবদুল খান তালুকদারকে শুক্রবার তেজু জেলা হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। গত ২ এপ্রিল লোহিত জেলার মেডো এলাকার বাসিন্দা আবদুল খান তালুকদার (৩১)-এর শরীরে কোভিড-১৯ নোভেল ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। এর পর থেকে তাকে রাখা হয়েছিল তেজু জেলা সরকারি হাসপাতালে।

তবে আগামী ১৪ দিন তাকে তার বাড়িতে নিভৃতবাসে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ডাক্তাররা। ওই সময়কালে তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখা হবে, জানা গেছে হাসপাতাল সূত্রে। হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার সময় আবদুলকে একটি হাতঘড়ি উপহার দিয়েছেন ডাক্তাররা।

প্রসঙ্গত আব্দুল তালুকদার গত ১৬ মার্চ দিল্লিতে নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতে যোগ দিয়েছিলেন। গত ২ এপ্রিল তাঁর শরীরে করোনার উপস্থিতির কথা লাহোয়ালের আইসিএমআর পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হয়েছিল। রাজ্যে নিজামউদ্দিন ফেতর ৫৮ জনের লালা ও রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সকলের রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু জানান, আবদুল খানকে করোনা-মুক্ত বলে ঘোষণা করার পর রাজ্য এই মারণ সংক্রমণের হাত থেকে আপাতত রেহাই পেয়েছে।

ডিমা হাসাওয়ে লকডাউনে বেপরোয়া ঘোরাফেরা একাংশের, অসহায় পুলিশ

হাফলং (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে সবাই যখন জর্জরিত, ঠিক তখন একাংশ মানুষ একে একেবারে পাত্তা দিতে চাচ্ছেন না। করোনার ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথম পর্যায়ের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে গোটা দেশে। কিন্তু এর পরও একাংশ মানুষ বেপরোয়াভাবে লকডাউন ভেঙে অবাধে বিনা কাজে ঘোরাফেরা করছেন। প্রশাসনের কঠোর নির্দেশনার পরও এরা লকডাউনকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না।

করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতে সরকারি কঠোর নীতি নির্দেশিকা জারি করার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে এ ব্যাপারে সজাগ হওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। এর পরও সতর্ক নন হাফলং শহরের একাংশ মানুষ। তারা বাজারে অত্যাবশক সামগ্রী ক্রয় বা এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছেন না। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা একান্ত জরুরি। সরকারি ভাবে নির্দেশিকা জারি করার পর নানাভাবে জনসাধারণকে এ ব্যাপারে সচেতন করা হচ্ছে। তবু এখনও মানুষ এ নিয়ে তেমন সচেতন বা সজাগ হতে পারেনি। আর এতে সমস্যা বাড়ছে।

তাছাড়া জেলা প্রশাসনের অনুমতি

ছয়ের পাতায়

করোনা প্রতিরোধে ভারতকে আর্থিক সাহায্য আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ভারতকে আর্থিক সাহায্য দিল আমেরিকা। করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতে ভারতকে আমেরিকা ৫.৯ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রাম্প সরকার।

ভারতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে হ্রাস টানতে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বার্তা বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ক্ষেত্রে এই টাকা ব্যবহার করা হবে। যথেষ্ট পরিমাণ টেস্ট হয়ে যাতে সংক্রমণ ধরা পরে এবং নজরদারি চালাতে এই টাকা ভারতকে দিয়েছে আমেরিকা।

বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাসের জরুরি অবস্থায় প্রস্তুতিতে কোন খাতে কতটা দরকার সেই বিষয়েও এই টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন খাতে এই টাকা ব্যবহার করবে ভারত।

আমেরিকা জানিয়েছে, করোনা নিয়ে "মোট ২.৮ বিলিয়ন ইউএসডির ফান্ড তৈরি হয়েছে যার মধ্যে ১.৪ ইউএসডি বিলিয়ন স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হয়েছে, শেষ ২০ বছরে আমেরিকা মোট এই অঙ্কের টাকা ভারতকে দিয়েছে"।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়নে ইউএস সংস্থা এখন ৫০৮ মিলিয়ন ইউএসডি স্বাস্থ্য, আর্থিক সহায়তা এবং মানবতার খাতিরে দিয়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে করোনা খাতে সাহায্য করা ছাড়া এই ৫০৮ মিলিয়ন ইউএসডি বরাদ্দ করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে আফগানিস্তানকে ১৮ ইউএসডি মিলিয়ন, বাংলাদেশকে ৯.৬ ইউএসডি মিলিয়ন, ভুটানকে ৫০ হাজার ইউএসডি, নেপালকে ১.৮ ইউএসডি মিলিয়ন এবং পাকিস্তানকে ৯.৪ ইউএসডি মিলিয়ন এবং শ্রীলঙ্কাকে ১.৩ ইউএসডি মিলিয়ন সাহায্য দিয়েছে আমেরিকা।

কুমারস্বামীর ছেলের বিয়ে নিয়ে বিতর্ক, রিপোর্ট তলব কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর

বেঙ্গালুরু, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের হানায় এই মুহূর্তে ত্রস্ত ভারত। সংক্রমণ রুখতে লাগু রয়েছে লকডাউন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে বারবার অনুরোধ করছেন বিশেষজ্ঞরা। সামাজিক দূরত্ব দূরের কথা, শুক্রবার জাঁকজমক করেই ছেলের বিয়ে দিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী। শুক্রবার কর্ণাটকের রামনগরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এইচ ডি কুমারস্বামীর ছেলে নিখিল। রামনগরে ফার্ম হাউসে নিখিলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কর্ণাটকের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী এম কৃষ্ণাপ্পার নাতনি রেবতীর সঙ্গে।

এদিন সকালে ছেলে নিখিলকে দু''হাত তুলে আশীর্বাদ করেন কুমারস্বামী এবং তাঁর স্ত্রী। পরে রেবতীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নিখিল-রেবতী।

এই পর্যন্ত সমস্ত কিছুই ঠিক আছে, কিন্তু বিয়ের আসরে সামাজিক দূরত্ব একেবারেই মানা হয়নি বলে মত অনেকের।

কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, লকডাউনের সমস্ত নিয়ম মেনেই বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে।

তবে, বিতর্ক তো থামছেই না। এই বিয়ে নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছেন কর্ণাটকের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সি এন অশ্বথানারায়ান।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রামনগর ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে আমি রিপোর্ট তলব করেছি। পুলিশ সুপারের আমি কথা বলব, আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, অন্যথায় বিচার ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রুপ করা হবে।

চিনে থামল করোনায় মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ২৬ জন

বেজিং, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): চিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আর কারও মৃত্যু হল না। আক্রান্তের সংখ্যাও ক্রমশ নিম্নগামী। বৃহস্পতিবার সারা দিনে চিনের মূল ভূখণ্ডে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৬ জন। নতুন করে ২৬ জন আক্রান্ত হওয়ার পর চিনে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮২,৩৬৭-তে পৌঁছেছে।

শুক্রবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে। ফলে চিনে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩,৩৪২ থেকেই গেল। করোনাভাইরাসের প্রকোপ কাটিয়ে এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে চিন।

কাউকে ছাঁটাই করা হবে না, কর্মীদের আশঙ্কা দূর করে জানাল টিসিএস

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): করোনা আবহে চাকরি হারানর ভয়ে এক শ্রেণির মানুষ। তবে নিজেদের কর্মীদের সেই আশঙ্কা দূর করে দিল দেশের বৃহত্তম সফটওয়্যার এক্সপোর্টার টিসিএস। টাটা গোষ্ঠীর এই সংস্থা জানিয়েছে, এই সময় কাউকে ছাঁটাই করা হবে না। তবে এই বছর কোনরকম বেতন বৃদ্ধি হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিসিএস।

দেশের বৃহত্তম সফটওয়্যার এক্সপোর্টার টিসিএস জানিয়েছে, ৪.৫ লক্ষ কর্মীদের কাউকে ছাঁটাই করা হবে না, তবে এই বছর কোনরকম বেতন বৃদ্ধি হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি টাটা গোষ্ঠীর এই সংস্থা জানিয়েছে, ৪০০০০ জনকে নিয়োগ করার যে অফার দেওয়া হয়েছিল তাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি রাখার ব্যাপারে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। যেখানে বেশ কিছু ব্লু চিপ কোম্পানি এখন নতুন নিয়োগের ব্যাপারে ফের পর্যালোচনা করছে।

টিসিএসের এমডি তথা সিইও রাজেশ গোপীনাথ বলেছেন, যাদের যাদের অফার করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেককেই নেওয়া হবে। কোনরকম ছাটাই করা হবে না। এই সংকটকালে কর্মীদের প্রতি তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। তবে তিনি এও জানিয়েছেন, এই বছর বেতন বাড়ানো হচ্ছে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংস্থান চিফ অপারেটিং অফিসার এন গণপতি সুব্রামানিয়াম জানিয়েছেন, বর্তমানে ভারতের কর্মরত কর্মীসংখ্যা ৩.৫৫ লক্ষ এবং এদের ৯০ শতাংশ এখন কাজের জায়গা সঙ্গে সংযুক্ত থেকে ক্লায়েন্টদের পরিষেবা দিচ্ছে। তিনি আরও জানান, লক্ষ্য করা গিয়েছে সংস্থার অ্যাসোসিয়েটদের বাড়ি থেকে কাজ করার এই নয়া মডেলে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে লন্ডনে মৃত ২০ জন বাসচালক, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক

লন্ডন, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার প্রভাবে লন্ডনে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। মাত্র তিন দিনে ব্রিস্টল ও নটিংহ্যামে করোনার প্রকোপে প্রাণ হারিয়েছেন ২০ জন বাসচালক। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক। ঘটনার জেরে তীব্র নিন্দার সম্মুখীন হয়েছেন লন্ডনের মেয়র সাদিক খান।

বাস চালকদের অভিযোগ, লকডাউনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে না বাসগুলি। ফলে বাস চালকেরা জরুরি পরিষেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। ওয়েস্ট কান্টির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ক্যাব চালকদের জন্য শাওয়ার স্ক্রিনের ব্যবস্থা করেছেন। ফলে এই শাওয়ার স্ক্রিনের ব্যবহার করলে তারা সংমক্রমণের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবেন। কোথাও বাসচালকদের রক্ষা করতে সাঁতারুদের চশমাও দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে বলা হয়, এই মারণ রোগের কবল থেকে মুক্তি পেতে হাত পরিষ্কার করা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই একমাত্র দাওয়াই হয়ে উঠতে পারে। তবে আরএমটি-র এক নেতা মিক ক্যাশ জানান, "যদি পিপিই, মাস্ক, হাতের দস্তানা, চশমা দেওয়া না হয় তাহলে কেউই এই সময় রাস্তায় বেরিয়ে কাজ করবে না।"

কোভিড-১৯ : মহারাষ্ট্রে নতুন করে আক্রান্ত ২৮৮ জন, মৃত্যু বেড়ে ১৯৪

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল (হি.স.): মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মহারাষ্ট্রে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ২৮৮ জন। নতুন করে ২৮৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩২০৪-এ গিয়ে পৌঁছেছে। মহারাষ্ট্রেই করোনাভাইরাসের বলি হয়েছেন ১৯৪ জন। শেষ ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

অন্যদিকে, এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি, মুম্বইয়ের ধারাভিতেও বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। ধারাভিতে শুক্রবার পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৮৬ এবং মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের।

ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘণ পাক সেনার, পুঞ্চে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিল ভারত

জম্মু, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ শুক্রবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কাসবা এবং কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ শুক্রবার সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয় গুলিবর্ষণউ শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল এগারোটা থেকে পুঞ্চ জেলার কাসবা এবং কিরনি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীউ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি

কেউ যেন অভুক্ত না থাকে, এই লক্ষ্যে ক্ষুধার্তদের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে বিবেকানন্দ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): লকডাউন পরিস্থিতিতে রাজধানী দিল্লিতে অভাবী মানুষজনের কাছে খাবার ও রেশন সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে অধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত সেবা সংগঠন বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর দিল্লি শাখা। সংঠনের পক্ষ থেকে জনসেবামূলক কাজের মাধ্যমে দরিদ্র ও অভাবী মানুষজনের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। লকডাউনের প্রথম দিন অর্থাৎ ২৫ মার্চ থেকেই সেবামূলক কাজ শুরু করে দিয়েছে এই সংগঠন। লক্ষ্য মূলত, দিল্লির দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া। যাতে কেউ অভুক্ত না থাকেন।

সেবা-অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ত্রিবেন্দ্রম প্রতাপ সিং জানিয়েছেন, এযাবৎ প্রায় ১,৭০০ জন মানুষের কাছে এক সপ্তাহের খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, বিবেকানন্দ কেন্দ্রের ৩০ জন কর্মী এই অভিযানে অংশ নিয়ে সেবামূলক কাজ করছেন। বিবেকানন্দ কেন্দ্র এবং সেবা ভারতী নামে অপর একটি সংগঠন মিলিত প্রচেষ্টায় অভাবীদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছে। এই সেবা-অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য অন্যদের কাছেও বিশেষ আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী অধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত একটি সেবা সংগঠন। কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ শিলা স্মৃতিসৌধ স্থাপনার সঙ্গেই এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একনাথ রানাডে। চলতি বছর শিলা স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ৫০ বছর পূর্ণ হওয়ার কথা। এমতাবস্থায় এই সংগঠন সমাজসেবার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের দেখানো পথ অনুসরণ করে মানুষজনকে অনুপ্রাণিত করছে।

কমল রিভার্স রেপো রেট, নাবার্ডকে বিপুল অর্থের প্যাকেজ : আরবিআই

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসের হানায় টালমাটাল অবস্থা বিশ্ব অর্থনীতির। করোনার প্রভাব পড়েছে ভারতীয় অর্থনীতির উপরও। এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ সাংবাদিক বৈঠক করেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলায় বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। তার মধ্যে যেমন রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য আর্থিক প্যাকেজ, রিভার্স রেপো রেট কমানোর মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। এছাড়াও নাবার্ডের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে, মাইক্রো ফিন্যান্সের জন্য ৫০ হাজার কোটির প্যাকেজ।

আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, অপরিবর্তিত থাকছে রেপো রেট। রিভার্স রেপো ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমানো হয়েছে। ৪ বেসিস পয়েন্ট থেকে কমে রিভার্স রেপো রেট দাঁড়াল ৩.৭৫ পয়েন্ট। আবাসন শিল্পে ১০ হাজার কোটির প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন শক্তিকান্ত দাস। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ৫০ হাজার কোটির প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। উদ্বেগ প্রকাশ করে আরবিআই গভর্নর জানান, এই মুহূর্তে বড় ক্ষতির মুখে গাড়ি শিল্প। বিশ্বের অর্থনীতি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আইএমএফ আর্থিক বৃদ্ধিতে ধাক্কার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। আরবিআই গভর্নর জানান, ভারতের সম্ভাব্য আর্থিক বৃদ্ধির হার ১.৯ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে বৃদ্ধির সম্ভাব্য হার ৭.৪ শতাংশ। জি ২০ দেশগুলোর মধ্যে ভারতের বৃদ্ধির হার সবথেকে বেশি। দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে শক্তিকান্ত দাস জানান, করোনা মোকাবিলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। ব্যাঙ্কগুলিতে নগদের জোগান বাড়ানো হয়েছে।

ভারতে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ১৩,৩৮৭, সুস্থ ১,৭৪৯ জন : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। শুক্রবার সকাল আটটার মধ্যে ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩ ছাড়িয়ে গেল। মৃত্যুও হয়েছে ৪৩৭ জনের। তবে, ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১,৭৪৯ জন। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৩,৩৮৭ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১১,২০১)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৩৭। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,৭৪৯ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৪৩৭ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে একজনের, দিল্লিতে ৩৮ জনের, গুজরাটে ৩৬ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪ জনের, ঝাড়খণ্ডে দু''জনের, কর্ণাটকে ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩ জন, মধ্যপ্রদেশে ৫৩ জন, মহারাষ্ট্রে ১৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৩ জন, রাজস্থানে ৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ১৫ জন, তেলেঙ্গানায় ১৮ জন, উত্তর প্রদেশে ১৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্র, দিল্লি ও তামিলনাড়ু, এই তিন রাজ্যের পরিস্থিতি এখনও সবচেয়ে উদ্বেগজনক। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৩২০৫, তামিলনাড়ুতে ১২৬৭, দিল্লিতে ১৬৪০, কেরলে ৩৯৫, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৩১৫ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৩৪ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১১ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩৫ জন, বিহারে ৮০ জন, চণ্ডীগড়ে ২১ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৩ জন, গোয়ায় ৭ জন, গুজরাটে ৯৩০

ছয়ের পাতায়

দুর্গাপুর ও অন্ডালে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ১৩২ পরিযায়ী শ্রমিককে বাড়ি ফেরাল প্রশাসন

দুর্গাপুর,১৭ এপ্রিল(হি.স.): কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করত। আবার কেউ ইমিটেশনের ফেরিওয়ালা। লকডাউনের জেরে আটকে পড়েছিল শহরে। আবার কেউ ভিন রাজ্য থেকে ফেরার পথে আটকে পড়েছিল। সরকারি উদ্যোগে তাদের রাখা হয়েছিল কোয়ারেন্টাইন। অবশেষে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে মেয়াদ শেষে কোয়ারেন্টাইন থেকে দেশের বাড়িতে ফেরানোর উদ্যোগ নিল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর পুলিশ ও মহকুমা প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, করোনা মোকাবিলায় দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। আর তারে জেরে বন্ধ সবরকম পরিবহন ব্যাবস্থা। বাড়ীর টানে ভিন রাজ্যে থেকে কেউ বাইকে করে, কেউবা পায়ে হেঁটে নিজেদের বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু বাধ সেধেছিল স্বাস্থ্যবিধি। শিল্পশহরে পৌঁছে আটকে পড়ে প্রায় ৮৪ জন পরিযায়ী শ্রমিক। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এদের কারও বাড়ী লালগোলা কেউ বা থাকে রঘুনাথগঞ্জ আবার কেউ বা থাকে হুগলীতে।

লকডাউনক পুলিশ তাদের আটকে দেওয়ায় দুর্গাপুরে থেকে যেতে বাধ্য হয়। দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসন আর দুর্গাপুর নগর নিগমের যৌথ চেষ্টায় এদের থাকার ব্যবস্থা করে কোকওভেন থানার সামনে একটি লজে কোয়ারেন্টাইনে। খাওয়া দাওয়া চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয় দুর্গাপুর নগর নিগম, পুলিশ, দুর্গাপুরের মহকুমা প্রশাসন। ২১ দিন থাকার পর শুক্রবার ওইসব শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বাড়ি ফেরানো হয়। এদিন তিনটি সরকারী বাসে করে বাড়ি ফেরানের ব্যাবস্থা করা হয়। তাদের হাতে কেক ও জলের বোতল তুলে দেয় দুর্গাপুর নগর নিগমের ৪ নম্বর বরো চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও কোক ওভেন থানার অফিসার ইনচার্জ সন্দীপ দাস।

টানা একুশ দিন পর ঘরে ফিরতে পেরে বেশ খুশী ওইসব শ্রমিকরা। একই সঙ্গে অন্ডালে কোয়রান্টিন সেন্টারে ১৪ দিন থাকার পর প্রশাসনের উদ্যোগে বাড়ির পথে রওনা দিল ৪৮ জন ভিন জেলার বাসিন্দা। অন্ডালের দক্ষিণখণ্ড হাই স্কুলে অস্থায়ী শিবিরে তাদের রাখা হয়েছিল। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আচমকা লক ডাউন ঘোষণা হওয়ায় ভিন রাজ্যের অনেকেই জেলায় আটকে পড়েছিলেন। এ রকমই দু জন শিশু দুইজন মহিলা সহ আট চল্লিশ জনকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল দক্ষিণখণ্ড হাই স্কুলের অস্থায়ী সেন্টারে। বেশীরভাগই পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম বীরভূম ও পুরুলিয়ার বাসিন্দা। জেলার বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা দিনমজুর ও নির্মাণ শিল্প কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৪ দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল তাঁদের।

এদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাদের নিজের নিজের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেয় প্রশাসন। বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। গোটা ব্যবস্থাটি তদারকি করতে সেন্টারে উপস্থিত ছিলেন অন্ডালের বিডিও ঋত্বিক হাজরা , অন্ডাল থানার ওসি পার্থ ঘোষ, অন্ডাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৌশিক মণ্ডল সহ অন্যরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুজন মহিলাকে শাড়ি দুজন শিশুকে জামা প্যান্ট ও পুরুষদের লুঙ্গি ও গেঞ্জি উপহার দেওয়া হয়। ছাড়া পেয়ে খুশি আটকে পড়া শ্রমিকরা।

খতম সন্ত্রাসবাদী

আটের পাতার পর

অভিযানে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদী। শোপিয়ান জেলার দাইরু এলাকার ঘটনা। নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় শোপিয়ান জেলার দাইরু এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর ৪৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ। রাতভর অভিযানের পর, শুক্রবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ সুরক্ষা বাহিনী এবং জঙ্গিদের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। দীর্ঘ সময় ধরে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে একজন জঙ্গি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছে।

জরুরী পরিষেবা

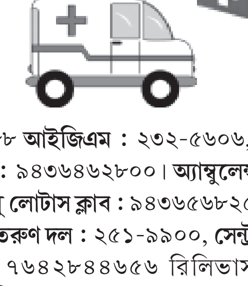

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর : লকডউনে তলানিতে শহরের দূষণ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখেছিলেন দূষণমুক্ত এক পরিবেশের। চৈতালি'-তে লিখেছিলেন, "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,/ লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা!" এতদিনে বুঝি সত্য হয়ে ফুটে উঠল তাঁর স্বপ্ন। লকডাউনে এক ঝটকায় নেমে গিয়েছে দূষণের মাত্রা।

কলকাতা তো বটেই, দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাইতেও ছবিটা একই রকম। 'পরিবেশ অ্যাকাডেমী'-র সভাপতি তথা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অন্যতম প্রাক্তন কর্তা বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে এ কথা জানিয়ে বললেন, "এক সময় শব্দের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আমরা 'সাইলেন্স জোন' তৈরির দাবি তুলেছিলাম। হাসপাতাল, হাইকোর্ট, স্কুলের আশপাশে ফলক বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সব জায়গায় শব্দের তীব্রতার মাত্রা ৪০ ডেসিবেলে বেধে দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ স্থানেই সেই মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। এখন গোটা শহরই কার্যত 'সাইলেন্স জোন'।

একই মন্তব্য বিশিষ্ট পরিবেশ-প্রযুক্তিবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষের। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, "শহরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ব্যস্ত সময়ে শব্দের মাত্রা ৮০-১০০ ডেসিবেল হত। এখন তা নেমে এসেছে ৩০ ডেসিবেলে। আগের চেয়ে ডাস্ট পলিউশন কমেছে প্রায় ৭০ শতাংশ। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কারখানার চিমনি, গাড়ির ধোঁয়া প্রভৃতি অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইডের মত 'গ্রিনহাউস গ্যাস'-এর জন্য নানা রকম অসুখ হয়। এই লকডাউনে তা কমেছে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ৯০ শতাংশ।"

কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন অতিরিক্ত কমিশনার সন্ধি মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন শহরের ট্রাফিকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি জানান, 'পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ' কথাটা পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য উভয় ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'পিএম' হল পার্টিকুলেট ম্যাটার। আর, 'টু পয়েন্ট ফাইভ' শ্বাসবাহিত টুকরো ধুলিকণার পরিমাপ। এটির একক মাইক্রোমিটার। এই কণা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেশি মাত্রায় ফুসফুসে চলে গেলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে।

সন্ধিবাবু ডিসি (ট্রাফিক) ছিলেন ১৯৮৯-'৯২। তিনি বলেন, "ওই সময় বনানী কাক্কার 'পাবলিক' নামে একি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে কিছু স্কুলের ছেলেমেয়েকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে শব্দ ও পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে শিবির করেন। প্রকাশ্যে রাস্তয় নেমে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড-সহ মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। এর পর নানা সময়ে কিছু মানুষ ও গোষ্ঠী এই ব্যাপারে সক্রিয় হয়েছেন। অন্যথায় পরিস্থিতি আরও নেতিবাচক হত।

প্রযুক্তি-পরিবেশবিদ সোমেন্দ্রমোহনবাবুর অন্যতম হবি সারাদিন মাঝে মাঝে দূষণের পরিমাপ দেখেন। এই প্রতিবেদককে তিনি জানালেন, ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় 'পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ' ছিল ১৩৫ এমজি। শুক্রবার তা কমে হয়েছে ৪৫ এমজি। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ। এ শহরে পরিমাপযন্ত্রটি আছে ফোর্ট উইলিয়ামে। দেশের অন্য তিন বড় শহরের ছবিটা কেমন? সৌমেন্দ্রবাবুর এই সময়ে চেন্না, মুম্বাই এবং দিল্লিতে হিসেবটি হল যথাক্রমে ১৫, ২৩ এবং ১৫৩। অর্থাৎ, এদিক থেকে দিল্লির চেয়ে দেশের অন্য তিন বড় শহর অনেকটাই আশাব্যঞ্জক স্থানে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

পাচের পাতার পর

জন, হরিয়ানায় ২০৫ জন, হিমাচল প্রদেশে ৩৫ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩১৪ জন, ঝাড়খণ্ডে ২৮ জন, লাদাখে ১৮ জন, মধ্যপ্রদেশে ১১২০ জন, মণিপুরে দু''জন, মেঘালয় ৭ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৬০ জন, পুদুচেরিতে ৭ জন, পঞ্জাবে ১৮৬ জন, রাজস্থানে ১১৩১ জন, তেলেঙ্গানায় ৭০০ জন, ত্রিপুরায় দু''জন, উত্তরাখণ্ডে ৩৭ জন, উত্তর প্রদেশে ৮০৫ এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৫৫ জন।

অসহায় পুলিশ

পাচের পাতার পর

ছাড়াই হাফলং শহরের একাংশ মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ে শহরে ঘোরাফেরা করছেন। এ নিয়ে পুলিশ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও অনেকেই এ সব নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে লকডাউনের নীতি নির্দেশিকা লঙ্ঘন করছেন।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় হোম কোয়ারেন্টাইনের সংখ্যা আজ পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪৭ জনে। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় বসবাসরত যে সব ব্যক্তি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, অন্য রাজ্য বা বিদেশে আটকে পড়েছেন তাদের বা তাদের পরিবারের নাম জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের কন্টোল রুমের দেওয়া নিম্নলিখিত নম্বর ১০০৭ / ০৩৬৭-৩২৩৬৩২৪ / ৯৪৩৫৫৩০৪১২ / ০৩৫৭৩১০০৭-এ যোগাযোগ করে নাম ও পুরো ঠিকানা দাখিল করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

সদাশয় যুবকরা

তিনের পাতার পর

জানা গেছে, বাজারিছড়ার পূর্ববাজারি গ্রামের এক অসহায় গরিব ব্যক্তির জরাজীর্ণ বসতঘরটি বহুদিন ধরে ভেঙে পড়েছিল। তাঁর পক্ষে ঘর মেরামতের উপায় ছিল না। বিষয়টি ভাবিয়ে তুলে স্থানীয় টুটনকুমার দত্ত, রাজীব দাস, নিতাই দেবরায়, শম্ভু চন্দ, অমিতলাল রায়দের। যেমন ভাবা তেমন কাজ। নিজেদের উদ্যোগে গত দুদিনে দরিদ্র বৃদ্ধের বসতঘর বাঁশ ও টিন দিয়ে তৈরি করে দিয়েছেন তাঁরা।

নিদান মন্ত্রী পরিমলের

তিনের পাতার পর

তিনি নাকি জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক ডিলার কর্তৃক গণবন্টন ব্যবস্থা নিরীক্ষনের জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য। শিক্ষকদের তদারকিতে ডিলাররা চাল বণ্টন করবেন। লক ডাউনের জন্য বর্তমানে স্কুল বন্ধ। তাই শিক্ষকদের এই সামাজিক দায়িত্ব পালনে কোনও অসুবিধা হবে না বলে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য পর্যালোচনা সভায় উল্লেখ করেন। তাঁর কড়া নির্দেশ, রেশন কার্ডে নাম নেই এমন প্রত্যেককে সরকার কর্তৃক বরাদ্দ বিনামূল্যের চাল সঠিক পরিমাণে বণ্টন করতে হবে। এখানে কোনও ধরনের কারসাজি করলেই তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মন্ত্রী জানান, করিমগঞ্জ জেলায় দুর্নীতির অভিযোগে ইতিমধ্যে দুই ডিলারকে ইতিমধ্যে সাসপেন্ড করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় লকডাউন ঠিকমতো মানা হচ্ছে না। এ নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী পরিমল। লকডাউন আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর হওয়ারও নির্দেশ দিয়ে যান মন্ত্রী। সাধারণ জনগণকে যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পেতে কোনও ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, এ সব ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সাহায্য সহয়োগিতা যাতে থাকে সে ব্যাপারেও জেলাশাসককে নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে যান মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালকে কোভিড-১৯ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই হাসপাতালে ২৫ টি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট তৈরি করা হবে বলে জানান মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, বিধায়ক আজিজ আহমদ খান, জেলা পরিষদ সভাপতি আশিস নাথ, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, প্রদেশ বিজেপি নেতা বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, সঞ্জীব বণিক সহ জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ।

জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ পর্যালোচনা সভায় যোগ দেওয়ার আগে বন ও পরিবেশ, আবগারি এবং মৎস্য মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বিজেপির জেলা সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে উপস্থিত হয়ে দলীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বরাকের যে দু জন করোনা পজিটিভ রোগীর চিকিৎসা চলছে তাদের মধ্যে একজনের স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হয়েছে বলে তিনি জানান। দু একদিনের মধ্যেই একজনকে রিলিজ করে দেওয়া হতে পারে বলেও জানান মন্ত্রী পরিমল। দলীয় কার্যালয়ে বর্তমান পরিস্থিতির শিকার বেশ কয়েকজন অসহায় লোকদের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন বন, পরিবেশ ও আবগারি মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

শুক্রবার সিআইটিইউ নেতা প্রয়াত পিযুষ নাগর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

হুগলিতে মাছের আড়ত বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ব্যবসায়ী সমিতির

হুগলি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : হুগলি জেলার সবথেকে বড় মাছের আড়ত হুগলি চক বাজার আগামী সোমবার থেকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এখানকার ব্যবসায়ী সমিতি ।সাধারণভাবে এই আড়তে বহু খুচরা ব্যবসায়ী বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ নিয়ে গিয়ে তার এলাকায় ব্যবসা করে।

স্বাভাবিকভাবেই ভোর থেকেই চকবাজার মাছের আড়ত এলাকা জমজমাট হয়ে ওঠে ।বাইরে থেকেও যেমন প্রচুর মাছের গাড়ি ঢুকে এই আড়তে তে মাছ দেবার জন্য,তেমনি বহু ব্যবসায়ী আসে মাছ নিয়ে যাবার জন্য ।এছাড়াও হুগলি চুঁচুড়া এলাকার বহু মানুষ এই আড়ত থেকে মাছ কিনতে আসে ।এই আড়ত থেকে মাছ বিক্রি হয় নিলাম পদ্ধতিতে ।আর সেই কারণেই বহু ব্যবসায়ী হাজির হয় এই আড়তে ।জেলার মধ্যে সবথেকে বড় মাছের আড়ত এই চকবাজার এলাকা ।লক ডাউন এর সময় এতদিন পর্যন্ত এই আরত খোলা ছিল ।এখানকার ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করেছিল সরকারি নিয়ম নীতি মেনে মাছ বিক্রি করা ।কিন্তু বহু মানুষের জনসমাগম হওয়ায় সেই নিয়ম নীতি কোন ভাবেই মানা হচ্ছিল না।

ক্ষয়ক্ষতি

● **প্রথম পাতার পর**

১৪টি, পেঁচারথলে ২৮টি, করবুকে ১টি এবং শিলাছড়িতে ২টি বসতবাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ চলছে।

চলতি মাসে বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরায় ঝড় আছড়ে পড়েছে। এতে ইতিপূর্বেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী এ-মাসে এখন পর্যন্ত ১৩৬টি বসতঘর সম্পূর্ণ, ৩৩০টি বসতঘর মারাত্মকভাবে এবং ১৬৮৫টি বসতঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আগুন

● **প্রথম পাতার পর**

স্টেশন থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে দেখতে পায় বিএসএনএল অফিসের দরজা বন্ধ একটি ঘর থেকে ধুঁয়া বের হচ্ছে। তখন দমকল বাহিনীর কর্মীরা দরজায় থাকা তালা ভেঙ্গে ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

সন্তান

● **প্রথম পাতার পর**

একটি বড় গাছ ভেঙ্গে পরে বসত ঘরের উপর। এতে ঘরের সকল আসবাবপত্র ভেঙ্গে যায়। তবে অল্পের জন্য প্রানে বেচে যায় পরিবারের সকলে। ঘটনার খবর পেয়ে শুক্রবার পঞ্চায়েত সচিব সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে প্রাথমিক ভাবে পঞ্চায়েত থেকে নগদ ৫০০ টাকা সাহায্য করা হয়। এবং পঞ্চায়েতের একটি খালি ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত কার্তিক দেব ও ওনার স্ত্রী সরকারী ভাবে আর্থিক সাহায্যের দাবি জানান।

মাধ্যমিক

● **প্রথম পাতার পর**

শিক্ষকদের মাধ্যমেই উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। ফলে দুই থেকে আড়াই হাজার শিক্ষক এই কাজে নিয়োজিত হবেন। তাঁর বক্তব্য, এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা ছিল। এখন সময়ও দ্বিগুণ লাগতে পারে বলে অনুমান করছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় সেনিটাইজেশন ও মাস্ক ব্যবহার করার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সকল স্তরের কর্মীরা ছুটি বাতিল করে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে শামিল হচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

রিজার্ভ

● **প্রথম পাতার পর**

করোনা ভাইরাসের হানায় টালমাটাল অবস্থা বিশ্ব অর্থনীতির। করোনার প্রভাব পড়েছে ভারতীয় অর্থনীতির উপরও। এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। শুক্রবার আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, অপরিবর্তিত থাকছে রেপো রেট। রিভার্স রেপো ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমানো হয়েছে। ৪ বেসিস পয়েন্ট থেকে কমে রিভার্স রেপো রেট দাঁড়াল ৩.৭৫ পয়েন্ট। আবাসন শিল্পে ১০ হাজার কোটির প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন শক্তিকান্ত দাস। এছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ৫০ হাজার কোটির প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।

রেশন

● **প্রথম পাতার পর**

লকডাউন ঘোষণা করায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপারের ভারতীয় নাগরিকদের দুর্দশা আরও চরমে উঠেছে। বিএসএফ নজরদারি বৃদ্ধি করেছে। এপারে আসার ক্ষেত্রে কঠোরতাও বৃদ্ধি করেছে। ফলে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মহকুমা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসনের উদ্যোগে তাদের হাতের কাছে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রেশনসব ডিলারকে কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন স্থানে গিয়ে রেশন সরবরাহ করতে বলা হয়েছে। সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে সরকার ঘোষিত বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী এবং অন্যান্য রেশন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই সঙ্কটময় মুহূর্তে রেশনসপ ডিলার নিজেও ভোক্তাদের মধ্যে বিনামূল্যে সাবান, সেনিটাইজার, বিস্কুট এবং মুড়ি সরবরাহ করে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন।

রামনগর বিধানসভা এলাকার বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত সীমান্ত এলাকায় গিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের অসুবিধা সম্পর্কে তাদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়েছেন। তিনি নিজেও রেশন সরবরাহ ব্যবস্থা পরখ করেছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে পুর বাজারগুলিতে

কলকাতা, ১৭এপ্রিল (হি. স.): সামাজিক দূরত্ব অবলম্বন করে এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিয়ে শহরের বাজার গুলি খুলতে হবে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুরসভার অধীনস্ত বাজার গুলিকেও। এবার পুরসভার অধীনস্থ বাজার গুলি সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে তৈরি হল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। বাজার বিভাগের মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন (ববি) সহ পুর-কমিশনার খলিল আহমেদ, সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডিজি, ইঞ্জিনিয়ার সহ বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা রয়েছেন গ্রুপে। পাশাপাশি, প্রতিটি বাজারের সুপারিনটেনডেন্টকে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত করা হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটি মার্কেটের নিত্যদিনের হালচাল জানার পাশাপাশি কাজের সুবিধার জন্য এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে বলে জানান বাজার বিভাগের মেয়র পারিষদ। আমীরুদ্দিন সাহেব জানান, প্রতিদিন মার্কেটের কি অবস্থা, কোন কোন দোকান খুলেছে, কত সংখ্যক দোকান চলছে, কেমন ভিড় হচ্ছে, নির্দেশ মতো সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কেনাকাটা হচ্ছে কিনা, সেই সব ছবি এবং ভিডিও সরাসরি মার্কেট সুপারিনটেনডেন্ট তুলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠাচ্ছেন।

শহরে ৪৬টি পুরসভার বাজার রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি প্রত্যেকটি বাজারে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে কেনাবেচা করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, শহরের সবকটি মার্কেটের ভেতর থেকেই সবজি ব্যবসায়ীদের বাইরের ফুটপাতে বা রাস্তায় বার করে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে ভিতরে অতিরিক্ত ভিড় না হয়। প্রশাসনের তরফে যেভাবে বাজার চালাতে বলা হয়েছে তা সঠিকভাবে চলছে কিনা সেই বিষয়ে নজরদারির জন্য চলতি সপ্তাহের শুরুতেই এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছে কলকাতা পুরসভার বাজার বিভাগ।

রক্তদান শিবিরে সুজনের পাশে অরূপ - চন্দ্রিমা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি স): করোনা আতঙ্কের মাঝে যাতে আর রক্তের সংকট না হয় তার জন্যই বিভিন্ন জায়গায় চলছে রক্তদান শিবির। শুক্রবার সিপিএমের তরফে নেতাজী নগর মোড়ে মোবাইল ভ্যানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সেখানে সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী পাশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তৃণমূল নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। কিন্তু এই আতঙ্কের মাঝে যাতে কোনোভাবেই আকাল না পরে রক্তের। তাই বিভিন্ন জায়গায় চলছে রক্তদান শিবির। আর তাই রক্তদান শিবিরের জন্য সিপিএম র আবেদনে সাড়া দিয়ে রক্তদানের জন্য বিশেষ ভ্যান পাঠায় রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর ।এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সিপিএম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী। মোট ৩০ জনের রক্ত নেওয়ার সুযোগ ছিল। ৩০ জনেরই রক্ত নেওয়া হয়। এরপরই সেখানে উপস্থিত হন ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তৃণমূল নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

নাম না করে রাজ্যপালকে খোঁচা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭এপ্রিল (হি. স.): নবান্নে এসপি ও জেলাশাসক দের সাথে বৈঠক নাম না করে ফের একবার রাজ্যপালকে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লকডাউন কে সফল করতে রাজ্য পুলিশ ব্যর্থ বলে অভিযোগ করেছেন রাজ্যপাল পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন রাজ্যে আধা সেনা মোতায়েন করার জন্য। এ প্রসঙ্গে ফের একবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্যারা মিলিটারি কি করবে? রাজ্য পুলিশ দিনরাত এক করে যথেষ্ট ভাল কাজ করছে'।

এদিন নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকের বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে রাজ্যপাল কে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। প্রশাসনের এত ভয় কিসের। দুর্দিনেও সাহায্য না করে কেউ কেউ রাজনীতি করছেন। আধাসেনা চেয়ে রাজনীতি করছেন। রাজ্য পুলিশ ভালো কাজ করছে।'

মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করে বলেন, 'জলপাইগুড়িতে বিএসএফ সাংসদদের নিয়ে ঘুরছে'। তিনি যোগ করেন, 'বাঙালি-অবাঙালি, হিন্দু-মুসলিম দেখে রোগ আসে না তাই এখন সবাইকে একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে।'

এবার করোনার কবলে ক্যান্সার আক্রান্ত

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি স): করোনার থাবায় রাতের ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। আতঙ্কের মাঝে ফের আতঙ্ক ।আর এবার রাজ্যে করোনার কবলে ক্যান্সার আক্রান্ত। এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। সূত্রের খবর, বছর ৭৭ এর মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা কিছুদিন আগে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে ভর্তি হন।

গয়না

● **প্রথম পাতার পর**

এ ব্যাপারে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে কাউকে আটক করা কিংবা চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধারের সংবাদ নেই।

যুবতী

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে বাইকটি আসাম- আগরতলা জাতীয় সড়কে আসার সাথে সাথে আগরতলাগামী লড়িটি বাইকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে বাইকে থাকা সায়ন দেববর্মা ও রেখা দেববর্মা গুরুতর ভাবে আহত হয়। এইদিকে বাইকটিকে ধাক্কা মারার পর লরিটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা আহত যুবক-যুবতিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

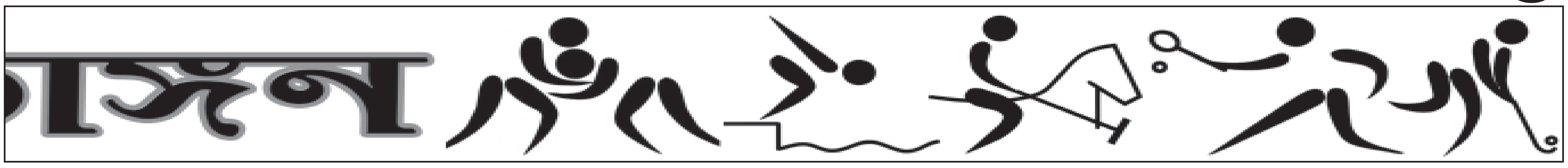

খেলেই শিরোপা জিততে চান বার্সা কোচ

লন্ডন। নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে এবারের লা লিগা মৌসুম ভেস্তে যাওয়ার শঙ্কা জেগেছে। তেমনটা হলে লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকায় সেরার মুকুট পেতে পারে বার্সেলোনা। তবে মাঠে লড়াই করেই শিরোপা জিততে চান দলটির কোচ কিকে সেতিয়েন।

প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ রোগের কারণে স্থগিত হয়ে আছে অধিকাংশ দেশের ক্রীড়াঙ্গন। ইতোমধ্যে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট পিছিয়ে গেছে। স্প্যানিশ লিগের ক্ষেত্রেও তেমনটা হলে কী হবে?

২ পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষে থাকায় হয়তো চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে বার্সেলোনাকে। ২৭ রাউন্ড শেষে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৫৮, রিয়ালের ৫৬।

স্পেনের 'টিভিথ্রি'-কে কাতালান ক্লাবটির কোচ জানান, এভাবে শিরোপা জিততে চান না তারা।

"আমি অবশ্যই খেলতে পছন্দ করব এবং খেলেই চ্যাম্পিয়ন হতে চাইব।"

"কিন্তু বাস্তবতা হলো, পরিস্থিতি একইরকম আছে এবং লিগ মৌসুমের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না, শিরোপার জন্য এটাই(বর্তমানে এগিয়ে থাকা) যথেষ্ট কিনা। আমি নিজেকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ভাবতে চাচ্ছি না।" বিশ্ববাসীর জন্য কঠিন এই সময়ে শুধু ফুটবল নিয়ে ভাবছেন না সেতিয়েন। সঙ্কটময় এই সময় দ্রুত কেটে যাবে, মানুষ আগের মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে-প্রত্যাশা ও প্রার্থনা স্প্যানিশ এই কোচের।

শেষ দিকে, লিগ শিরোপা লড়াইয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকায় স্বস্তিও ফুটে উঠল সেতিয়েনের কণ্ঠে।

"যদি আমাদের না খেলেই মৌসুম শেষ করতে হয়যদি আমরা খেলতে পারি, তাহলে তো দারুণ। দেখা যাক, আমরা এগিয়ে থাকতে পারি কি-না।"

আইপিএল আয়োজন করতে চায় শ্রীলঙ্কা

লন্ডন। অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে যাওয়া আইপিএল এই বছর সম্ভব কী না, তা নিয়ে সংশয় বাড়ছে। এর মধ্যে শ্রীলঙ্কার মাটিতে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটি আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড।

ভারতে কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দেশটিতে ১২ হাজার ৭৫৯ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রাণ হারিয়েছে ৪২৩ জন।

সে তুলনায় শ্রীলঙ্কায় করোনাভাইরাস পরিস্থিতি ভালো। দ্বীপ দেশটিতে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২৩৮ জন, মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রধান শাম্মি সিলভা আশাবাদী, দ্রুতই স্বাভাবিক হয়ে যাবে দেশের পরিস্থিতি। সেটা হলেই তারা শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করতে চান আইপিএল।

"মনে হচ্ছে, করোনাভাইরাস থেকে ভারতের আগে শ্রীলঙ্কা মুক্তি পাবে। যদি সেটা হয়, আমরা টুর্নামেন্টটি (আইপিএল) এখানে আয়োজন করতে পারি। শিগগিরই আমরা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে চিঠি পাঠাব।"

সূচি অনুযায়ী গত ২৯ মার্চ শুরু হওয়ার কথা ছিল আইপিএল। প্রথম ধাপে সেটা পিছিয়ে দেওয়া হয় অন্তত ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। পরে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে যায়।

বিসিসিআইয়ের সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলিসহ শীর্ষ কর্মকর্তারা গত মঙ্গলবার বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত নেন। এরপর আইপিএলের চিফ ওপারেটিং অফিসার হেমাং আমিন বুধবার সকালে আট ফ্র্যাঞ্চাইজিকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

ভারত সরকার আগামী ৩ মে পর্যন্ত দেশজুড়ে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোয় নিয়মিত গ্রীষ্মকালীন সূচিতে আসরটি আয়োজন সম্ভব নয়। তবে বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় সাহা জানান, টুর্নামেন্টটি নিরাপদ সময়ে আয়োজনের জন্য আশাবাদী তারা।

বছরের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ায় হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আইপিএল আয়োজন করা যেতে পারে বলে ধারণা অনেকের।

দেম্বেলেকে বিক্রি করার এখনই সময়

নেইমারের শূন্যতা পূরণে তাকে দলে টেনেছিল বার্সেলোনা। কিন্তু উসমান দেম্বেলে পারেননি নিজের সামর্থ্যের প্রতিফলন দেখাতে। বরং একের পর এক চোটে অনেকটা সময় কেটেছে তার মাঠের বাইরে। ফরাসি এই ফরোয়ার্ডকে তাই এখন বিক্রি করে দেওয়ার সময় হয়েছে বলে মনে করেন কাতালান ক্লাবটির সাবেক মিডফিল্ডার রিভালদো।

২০১৭ সালের অগাস্টে ট্রান্সফার ফির বিশ্ব রেকর্ড গড়ে বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। এর কিছু দিন পরই বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে ১১ কোটি ২৫ লাখ ইউরোর বিনিময়ে দেম্বেলেকে দলে টানে বার্সেলোনা।

কিন্তু নতুন ঠিকানায় আসার পর বারবার চোটে পড়েছেন দেম্বেলে। যতটুকু খেলার সুযোগ পেয়েছেন, পারেননি আলো ছড়াতে। সবশেষ গত ফেব্রুয়ারিতে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ছয় মাসের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে যান বিশ্বকাপজয়ী ২২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।

বার্সেলোনায় নিজেকে প্রমাণের জন্য দেম্বেলে যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন বলে মনে করেন রিভালদো। তাই আগামী গ্রীষ্মের দলবদলে তাকে বিক্রি করে দিতে সাবেক ক্লাবকে পরামর্শ দিয়েছেন ব্রাজিলের ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী তারকা।

"প্রায় তিন বছর আগে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছে উসমান দেম্বেলে। ক্লাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ও নিজের মূল্য বোঝানোর যথেষ্ট সময় পেয়েছে সে। হয়তো এই ক্লাবে কখনোই সে তার সেরাটা দেখাতে পারবে না।"

"সে এখনও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়। তবে আমি মনে করি, এই গ্রীষ্মেই বার্সেলোনার উচিত তাকে বিক্রি করে দেওয়া অথবা অন্য যে খেলোয়াড়কে তারা নিতে চায় তার সঙ্গে অদলবদল করা।"

বারবার চোটে পড়ায় দেম্বেলের প্রতি সহানুভূতি আছে রিভালদোর। দারুণ প্রতিভাবান এই ফুটবলারের এখন অন্য ক্লাবে নতুন করে ক্যারিয়ার শুরু করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

"বারবার চোটে পড়ার ব্যাপারে সে খুবই দুর্ভাগা। তবে কিছু মুহূর্তে সে আরও বেশি কিছু দেওয়ার চেষ্টা করতে পারত। সবকিছু প্রত্যাশানুযায়ী হয়নি। সে অন্য কোনো ক্লাবে তার ক্যারিয়ার পুনরায় শুরু করতে পারে, যেখানে সে নিজের সেরা রূপে খেলতে আরও আত্মবিশ্বাস পাবে।"

আগামী মৌসুমে নেইমার বার্সেলোনায় ফিরতে পারেন বলে ধারণা অনেকের। ইন্টার মিলানের আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার লাউতারো মার্তিনেসের কাম্প নউয়ে যোগ দেওয়ার গুঞ্জনও আছে। তারা বার্সেলোনায় এলে দেম্বেলে দলে ব্রাত্য হয়ে পড়বেন বলে মনে করেন রিভালদো।

'বার্সেলোনা সম্ভবত নেইমার ও লাউতারো মার্তিনেসকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছে। দেম্বেলেকে সেক্ষেত্রে আগামী মৌসুমে মূল দলে জায়গা পেতে লড়াই করতে হবে।"

সেতিয়েনের পরিকল্পনায় কৌতিনিয়ো

লন্ডন। প্রত্যাশা আর সম্ভাবনার ডালি সাজিয়ে এসেছিলেন কাম্প নউয়ে, কিন্তু নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি ফিলিপে কৌতিনিয়ো। এক মৌসুম পরেই তাকে ধারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বায়ার্ন মিউনিখে।

তবে বার্সেলোনার পরিকল্পনায় যে এখনও তিনি ভালোমতোই আছেন, তা পরিষ্কার কোচের কথায়। ব্রাজিলিয়ান তারকাকে আগামী মৌসুমে নিজের দলে ফেরত চান, জানিয়েছেন কিকে সেতিয়েন।

২০১৮ সালের জানুয়ারিতে লিভারপুল থেকে ক্লাব রেকর্ড ১২ কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফিতে কৌতিনিয়োকে দলে ভেড়ায় বার্সেলোনা। তবে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি তিনি। দলটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৭৬ ম্যাচে করেন ২১ গোল।

আগামীতে নতুন খেলোয়াড় কিনতে যে অর্থ দরকার তার বড় একটা অংশ কৌতিনিয়োকে বিক্রি করে বার্সেলোনা মেটাতে চায় বলে গণমাধ্যমের খবর। তবে বাস্তবতা অনেকটাই বদলে দিয়েছে কোভিড-১৯ মহামারী। আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে কৌতিনিয়োকে বিক্রি করতে গেলে লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের বড় ধরনের লোকশানের মুখে পড়তে হতে পারে বলে ধারনা।

কৌতিনিয়োর সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিলেন সেতিয়েন। কাতালান একটি রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই প্লেমেকারের প্রশংসা করেছেন তিনি।

"আমার মতে, কৌতিনিয়ো একজন দুর্দান্ত ফুটবলার। আমি তাকে খুব পছন্দ করি। সে বার্সার খেলোয়াড়। তাকে পেতে আপনাকে রিলিজ ক্লজের পুরো অর্থ অথবা একটা ফি মেটাতে হবে। তবে সে এখানে ফিরতে চায়।"

"আগামী মৌসুমের শুরু থেকে তাকে আমি আমার পরিকল্পনায় রেখেছি। তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। দরকার হলে আমি তার সঙ্গে কথা বলব।"

নেইমার বার্সেলোনায় ফিরবে, আশা মাসচেরানোর

সাত বছর আগে নেইমার বার্সেলোনায় যোগ দিয়ে লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেসের সঙ্গে গড়েছিলেন বিধ্বংসী আক্রমণত্রয়ী। ব্রাজিলিয়ান তারকা কাম্প নউয়ে ফিরে আবারও সেই বিখ্যাত 'এমএসএন' আক্রমণ গড়বেন, বিশ্বাস দলটির সাবেক ডিফেন্ডার হাভিয়ের মাসচেরানোর।

২০১৭ সালে রেকর্ড ২২ কোটি ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেন নেইমার। ফ্রান্সের লিগ ওয়ানের দলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানোর যে স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন, তা এখনও পূরণ হয়নি। চোটের কারণে কয়েক দফায় লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে খেলতে পারেননি নকআউট পর্বের ম্যাচ।

পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে নেইমারের বার্সেলোনার তাঁবুতে ফেরা নিয়ে একাধিকবার গুঞ্জন উঠেছে। মেসি, সুয়ারেসরাও একাধিকবার জানিয়েছেন নেইমারকে ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা। ইতিহাসের সবচেয়ে দামি ফুটবলার নিজেও ফেরার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন অনেকবার।

২৮ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড ফিরলে তা বার্সেলোনা ও এর সমর্থকদের জন্য দারুণ হবে বলে মনে করেন মাসচেরানো। কাতালান একটি রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বার্লিনের সেই ফাইনালের স্মৃতি রোমন্থন করেন কাম্প নউয়ে আট বছর (২০১০-১৮) কাটানো ৩৫ বছর বয়সী এই আর্জেন্টাইন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। ২০১৫ সালের সেই ম্যাচে ইউভেন্তুসকে হারিয়ে নিজেদের পঞ্চম ও সবশেষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল বার্সেলোনা।

"কিছু দিন আগেও আমি বার্লিনের সেই ফাইনালটা দেখলাম। কী দুর্দান্ত আক্রমণত্রয়ীই না ছিল- নেইমার, সুয়ারেস আর মেসি। তাদের প্রত্যেকেরই দলে একটা পজিশন ছিলতারা আমাদের খেলায় খুনে একটা ধারা যোগ করেছিল।"

"আশা করি, নেইমার বার্সেলোনায় ফিরবে এবং তারা আবার একসাথে খেলবে। এটা ক্লাব সমর্থকদের জন্য দারুণ হবে।"

লা লিগার ফেরা নিয়ে শঙ্কা বুসকেতসের

লন্ডন। করোনাভাইরাসের ছোবলে বিপর্যস্ত বিশ্বের জনজীবন। স্পেনে একটু উন্নতির আভাস মেলায় লকডাউন কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। তবে এখনও দেশটির শীর্ষ ফুটবল প্রতিযোগিতা লা লিগার মাঠে ফেরা নিয়ে নিশ্চিত নন সের্হিও বুসকেতস। তাই এই লিগের ২০১৯-২০ আসর শেষ হওয়া নিয়ে শঙ্কা কাটছে না বার্সেলোনার তারকা মিডফিল্ডারের।

কোভিড-১৯ রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে স্পেন। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ ৮০ হাজার, ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে যা সর্বোচ্চ। মৃত্যু সংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার। ফুটবলসহ সব সব ধরনের খেলা দেশটিতে বন্ধ রয়েছে এক মাসের বেশি সময় ধরে।

এর মাঝেই চলতি সপ্তাহ থেকে টুকটাক কাজে ফিরতে শুরু করেছে স্পেনের লোকজন। আগামী জুনের শুরুর দিকে মৌসুম পুনরায় শুরুর আভাস দিয়েছেন লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস। তবে স্পেনের দুটি রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভিন্ন মত পোষণ করেন বুসকেতস।

"আমি মনে করি, মৌসুম পুনরায় শুরু করা কঠিন হবে। আমার মনে হয় না এটা শেষ করা যাবে।"

"প্রথমে আমি দেখতে চেয়েছিলাম এটা কতটা ছড়ায়। এখন মনে হচ্ছে আমরা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছি। ভালো খবরের অপেক্ষায় আছি।"

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন খেলোয়াড়-কোচ-স্টাফরা। সবাইকে এক জায়গা করে খেলা শুরুর করার মধ্যে বড় চ্যালেঞ্জ দেখছেন বুসকেতস।

২৭ রাউন্ড শেষে রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। শেষ পর্যন্ত আসর শেষ করা না গেলে এগিয়ে থাকায় কাতালান ক্লাবটির হাতে শিরোপা তুলে দেওয়া হতে পারে বলে গণমাধ্যমের খবর।

করোনাভাইরাস: ১ লাখ মানুষের পাশে ইতো

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন সাবেক ও বর্তমান অনেক ক্রীড়াবিদ। সেই কাতারে এবার যোগ দিলেন বার্সেলোনা ও ক্যামেরুনের সাবেক ফুটবলার সামুয়েল ইতো। নিজ দেশের এক লাখ মানুষকে সাহায্য করবেন তিনি।

ক্যামেরুনে একটি ফাউন্ডেশন চালান ইতো। সংকটময় এই সময়ে দেশের চারটি শহরের ৫০ হাজার পরিবারকে সাবান, স্যানিটাইজার ও বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এছাড়া দেশের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার মাস্ক।

সামুয়েল ইতো ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এই কঠিন মানবিক বিপর্যয়ের সময়ে যথাযথ স্যানিটাইজেশন ও হেল কিটস বিতরণের মাধ্যমেই কেবল করোনাভাইরাস প্রতিরোধ করা যেতে পারে।"

চারবার আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জেতা ইতোকে এর আগে করোনাভাইরাস সচেতনতায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় দেখা গেছে। সবাইকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম-নির্দেশনা মেনে চলার পরামর্শ দেন তিনি।

FORMAT — A
(For publication in the Local Newspapers and Websites)

PNIe-T No-01/EE/KCP/2020-2021, Dated, the, 15-04-2020

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invited tender from the eligible bidders upto 15:00 hours on 14-05-2020 for 2(two) Nos. Replacement of bailey bridge by RCC bridge. For details visit https://tripuratenders.gov.in for contract at Mobile No.8974460076 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-48/2020-21

(Er. Ritan Khisa) Executive Engineer Kanchanpur Division, PWD(R&B) Kanchanpur, North Tripura.

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the `Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 11/05/2020

Sl No	Name of work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME OF COMPLETION	LAST DATE & TIME DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/70/2019-20 (2nd call)	₹2,218,838.00	₹22,188.00	365 (three sixty five) days	Up to 15.00 Hrs on 11/05/2020	At 15.30 Hrs on 12/05/2020	http://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No.EE-IED/AGT/71/2019-20 (2nd call)	₹1,455,419.00	₹14,554.00	365 (three sixty five) days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C-42/2020-21

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUB MATH) Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

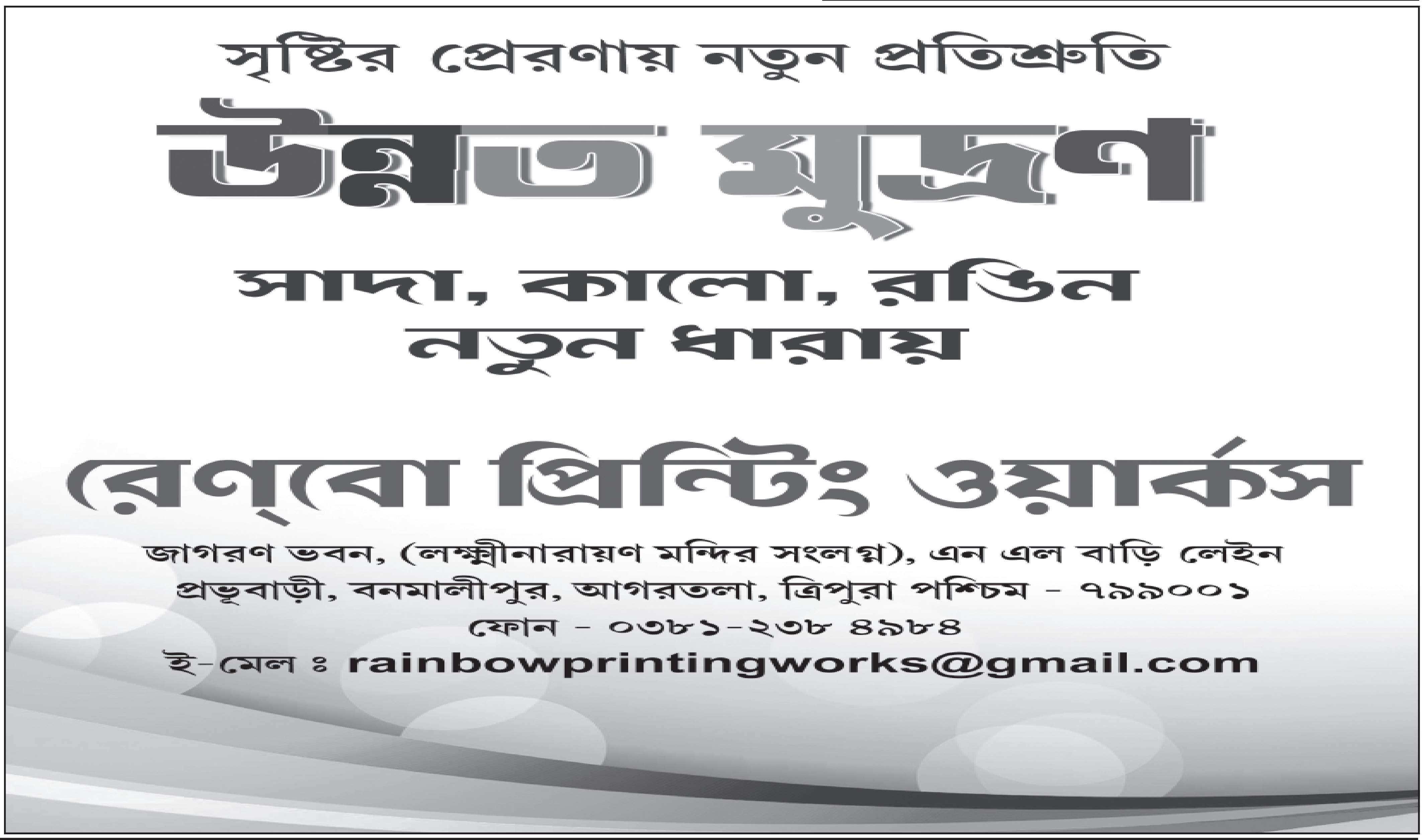

জাগরণ 18 April, 2020, Saturday আগরতলা ১৮ এপ্রিল, ২০২০ ইং, ■৫ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শুক্রবার রাজধানীর ভুতুরিয়া এলাকায় কাল বৈশাখীর ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে বিশাল আকৃতির একটি গাছ। ছবি- নিজস্ব।

বাজারিছড়ায় শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ এপ্রিল।। পার্শবর্তী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন শিবেরগোল এলাকায় পাশবিক ঘটনা।এক নরপশুর লালসার শিকার নাবালিকা কন্যা।এলাকা জুড়ে টানটান উত্তেজনা।চলিত লকডাউনের মধ্যেই করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন শিবেরগোলে ঘটে গেল এক পাশবিক জঘন্যতম নাবালিকা ধর্ষণ জনিত ঘটনা।এ ঘটনায় এলাকা জুড়ে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।ঘটনার পর পুলিশ তদন্তে নেমে এ কান্ডে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে। পাশাপাশি ধর্ষিতাকে উদ্ধার করে মেডিকেল চেকআপের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হসপিট্যালে প্রেরণ করেছে।

জানা গেছে শুক্রবার বিকাল আনুমানিক সাড়ে তিনটা নাগাদ স্থানীয় পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া এক নাবালিকা কন্যা শিবেরগোল মহাবীর পাব্লিক হাইস্কুলের সম্মুখের এক মোদীর দোকান থেকে কিছু একটা কিনতে গেলে ঘটে বিপত্তি।এ সময়ে নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দোকান মালিক মুন্না কানু(৫১) উক্ত নাবালিকাটিকে বলপূর্বক ভাবে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।এদিকে ঘটনার পর শিশুটি বাড়িতে গিয়ে সবকিছু নিজের মাকে খুলে বললে বিষয়টি তাৎক্ষনিক ভাবে সর্বত্র জানা জানি হয়ে যায়।এতে গোটা এলাকা জুড়ে প্রতিবাদের আগুন ঝলসে পড়ে।পরে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত মুন্নার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। এমন খবরে দলবল নিয়ে সরজমিনে তদন্তে নামেন বাজারিছড়া থানার ওসি নির্মলকান্তি দে।তিনি এসে নানা কসরৎ করে অভিযুক্তকে পাঁকড়াও করতে সক্ষম হন।এদিকে বিষয়টি নিয়ে নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মহাসভার অন্যতম সদস্য তরুণ সিনহা জানান যে এমন পাশবিক ঘটনায় জড়িত ব্যাক্তিকে কিছুতেই ছাড় দেওয়া যায় না।ওদের মত লোক গোটা সমাজ ও জাতীর কাছে এক কলঙ্ক।তার উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলেছেন তিনি। অন্যতায় নিখিল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মহাসভার কর্মিরা গনতান্ত্রিক উপায়ে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাঁড়াতে প্রস্তুত বলে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন।

এ মর্মে ওসিকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান যে পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে আটকের পাশাপাশি ধর্ষিতাকে উদ্ধার করে করিমগঞ্জ সিভিল হসপিট্যালে ভর্তি করেছেন।আগামিকাল অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মেডিকেল রিপোর্ট হাতে আসার পরই পুলিশ পরবর্তি পদক্ষেপ গ্রহন করবে।এদিকে এ ঘটনায় অভিযুক্ত মুন্না কানুর কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।তবে জানা গেছে মুন্না কানু বিবাহিত এবং নিজের এক কন্যা সন্তানকে বিয়েও করিয়েছে।তাই স্বাভাবিক ভাবে এই বয়যে মুন্নার এমন কান্ডকে এলাকার জনগন ধিক্কার জানিয়েছেন।এদিকে এ ঘটনায় যাতে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা না ছড়ায় সেজন্য অকুস্থলে পুলিশ মুতায়েন করা হয়েছে।বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে থাকার খবর পাওয়া গেছে।

করোনা ঃ এটিএম কাউন্টারের সেনিটাইজেন হচ্ছে না, উদ্বিগ্ন গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় সকলকে সচেতন থাকার কথা বলা হলেও রাজ্যের এটিএম বুথগুলিতে সেনিটাইজেশনের ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। এটিএম ব্যবহারকারীরা এনিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এটিএমে কোন ধরনের সেনিটাইজেশন করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। একজনের পর একজন এটিএমে ঢুকে টাকা তুলছেন কিংবা জমা দিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে হাত ধোয়া বা পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থাই থাকছে না। কোন কারণে কোন করোনা আক্রান্ত রোগী এটিএমে টাকা তোলার জন্য গেলে সেনিটাইজেশনের অভাবে অন্যদের মধ্যে ভাইরাস ছড়ানোর যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে ব্যাঙ্কের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রশাসন কোন ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফলে অসুরক্ষিত অবস্থাতেই মানুষ বাধ্য হয়ে এটিএম থেকে টাকা তুলছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে মোদী সরকার : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে নরেন্দ্র মোদী সরকার। শুক্রবার টুইট করে এমনই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ টুইটারে লিখেছেন, ”করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে নরেন্দ্র মোদী সরকার।”

করোনা-মোকাবিলায় শুক্রবার বেশ কিছু ঘোষণা করেছে আরবিআই। এ প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, ”ভারতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য শুক্রবার আরবিআই গৃহীত পদক্ষেপগুলি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও জোরদার করল।” করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলায় এদিন বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন আরবিআর গভর্নর শক্তিকান্ত দাস। তার মধ্যে যেমন রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য আর্থিক প্যাকেজ, রিভার্স রেপো রেট কমানোর মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। এছাড়াও নাবার্ডের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে, মাইক্রো ফিন্যান্সের জন্য ৫০ হাজার কোটির প্যাকেজ। অমিত শাহ টুইটারে লেখেন, নাবার্ডের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ কৃষকদের ব্যাপক সাহায্য করবে।

প্রবীণ সিপিআইএম ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা পীযূষ নাগের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। প্রবীণ সিপিআইএম এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা পীযূষ নাগের জীবনাবসান হয়েছে। পীযুষ নাগের প্রয়াণে সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী গভীর শোক প্রকাশ করেছে। সকালে তিনি আগরতলার জয়নগরের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে কাজ করার সময় ১৯৭০ দশকের গোড়ায় তিনি সিআইটিইউ এবং পরবর্তী সময় সিপিআইএম'র সংস্পর্শে আসেন। ১৯৭৩ সালে তিনি সিপিআইএম'র সদস্যপদ পেয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় সিআইটিইউ'র ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক এবং পরবর্তী সময় কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ছিলেন সিআইটিইউ'র সর্বভারতীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য।

তিনি সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন ট্রেডের শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার নানান সমস্যা নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছেন। গণআন্দোলন ও শ্রেণি আন্দোলনে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। অসুস্থতা ও বয়সের কারণে ২০১৮ সালে তিনি সিপিআইএম রাজ্য কমিটি থেকে অব্যাহতি নেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি পার্টির পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য ছিলেন। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কমরেড পীযূষ নাগের অবসান রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে। তাঁর পরিবার-পরিজনদের শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছে।

চলে গেলেন প্রবীণ সিট্যু নেতা পীযূষ নাগ। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। সবকিছু সত্ত্বেও প্রিয়জনের প্রয়াণ মেনে নেওয়া কঠিন। মর্মান্তিক। বেদনাদায়ক। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার। তিনি পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ ছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদে ছিলেন টিপ্‌টপ্। কথাবার্তায় ছিলেন মার্জিত। নিজের পেশায় কাজ করতে গিয়েই ত্রিপুরায় সিআইটিইউ'র সংস্পর্শে আসেন। তৎকালীন সময়ে ত্রিপুরার বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের মুখ ও মুখ্যব্যক্তিত্ব বীরেন দত্তের সান্নিধ্যে আসেন। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বীরেন দত্তের কাছেই বেসরকারি সংস্থার কাজ ছেড়ে দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিজেকে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে যুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। গৃহীত হলো তাঁর প্রস্তাব। শুরু হলো নতুন পথে যাত্রা এবং একই সাথে জীবনের ভিন্ন অধ্যায়। সিআইটিইউ'র কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। সিআইটিইউ'র রাজ্য কর্মস্থল অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ঢেলে সাজিয়ে ও গুছিয়ে তুলেছিলেন।

এই কর্মস্থল ছিল তাঁর প্রাণ। সংগঠনের সর্বোচ্চস্তরে নিজের দক্ষতা ও কর্মগুণে অধিষ্ঠিত হলেও সংগঠনের অনুমোদিত ও সান্নিধ্যে আসা বিশেষ করে ছোট সংগঠন সমূহকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পরিচর্যা করতেন। আন্তর্জাতিকস জাতীয় ও রাজ্যের শ্রম আইন ছিল প্রায় তাঁর নখদর্পণে। শ্রমিক মালিক বিরোধ মীমাংশায়, ত্রিপক্ষীয় সভায়, শ্রমিকদের স্বার্থের জাগ্রত প্রহরি হিসাবে তাঁর উপস্থিতি ছিল একান্ত আবশ্যক। বিরোধের সুনিপুন মীমাংশায় সমাদ্রিত ছিলেন সকলের কাছে। শ্রমজীবীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিপত্র তৈরি, কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র তৈরিতে মুন্সীয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন। অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব এ কাজে সাহায্যের প্রশ্নে তাঁর উপর ছিলেন প্রায় পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল। শ্রমিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কাজকেই তিনি ছোট মনে করতেন না। এমনকি শ্রমিকদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সমস্যা সুরাহাতে নিতেন আন্তরিক ভূমিকা। সবমিলিয়ে তাঁর মতো যোগ্য-দক্ষ এবং শ্রমজীবীদরদি নেতার অনুপস্থিতি বিশেষ করে বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে অনুভব হতে বাধ্য। তাঁর শূন্যতা পূরণে শ্রমিক আন্দোলনের নবীন কর্মীদের আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এটাই হবে পীযূষ নাগের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

কোভিড-১৯ : লকডাউন সম্পর্কিত বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির সুপারিশ অনুসারে ন্যাশনাল এগজেকিউটিভ কমিটি সমস্ত মন্ত্রক / রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে জানিয়েছে যে, লকডাউনকে ৩ মে, ২০২০ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এবং এ সম্পর্কিত বিধিনিষেধও ০৩-০৫-২০২০ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ২০ এপ্রিল, ২০২০ থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেসব ছাড় দেওয়া হবে সেজন্যও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। তাছাড়া লকডাউনের নিয়মাবলী বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত জেলাশাসকদের জন্য যে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে তা নিম্নরূপ:

পাবলিক স্পেসের ক্ষেত্রে : ১) কর্মক্ষেত্র এবং বাড়ি থেকে বেরোলেই মুখ ঢেকে বেরোতে হবে। ২) কর্মক্ষেত্রে এবং পাবলিক প্লেস-এ পরিবহণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুসারে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করবেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ৩) সংস্থা / পাবলিক প্লেস-এর কর্তৃপক্ষ ৫ বা ততোধিক মানুষের সমাগম হতে দেবেন না। ৪) বিবাহ অনুষ্ঠান ও দাহক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন। ৫) পাবলিক প্লেসে থু থু ফেললে জরিমানা দিতে হবে। ৬) মদ, গুটখা, তামাক জাতীয় দ্রব্যাদি বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ থাকবে।

কর্মক্ষেত্রে : ৭) সমস্ত ধরনের কর্মক্ষেত্রে শরীরের তাপমাত্রা মাপার ব্যবস্থা ও স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ৮) কর্মক্ষেত্রে দুই শিফট-এর মধ্যে এক ঘন্টার ব্যবধান থাকবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য কর্মচারীদের দুপুরের খাওয়ার সময় ও আলাদা আলাদা হবে। ৯) বিভিন্ন রোগগ্রস্ত ৬৫ বছরের বেশি বয়সী লোক এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশু রয়েছে এমন অভিভাবকদের বাড়ি থেকে কাজ করতে উৎসাহিত করা হবে। ১০) সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে কর্মচারীদের আরোগ্য সেতু অ্যাপ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হবে। ১১) বিভিন্ন শিফট-এর মধ্যে সমস্ত সংস্থা তাদের কর্মক্ষেত্রকে স্যানিটাইজ করবে। ১২) বড় আকারের বৈঠক নিষিদ্ধ থাকবে। উৎপাদনকারী সংস্থাদের জন্য : ১৩) সর্বসাধারণের দ্বারা ব্যবহৃত জায়গাগুলি ঘন ঘন পরিষ্কার করতে হবে এবং হাত ধোয়া বাধ্যতামূলক হবে। ১৪) দুই শিফট যেন কোনওভাবেই একই সময়ে উপস্থিত না হয় এবং ক্যান্টিন-এ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আলাদা আলাদা সময়ে খাবার ব্যবস্থা থাকবে। ১৫) স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার করতে হবে।

বিভিন্ন অফিস, কর্মক্ষেত্র, কারখানা ও অন্যান্য সংস্থায় পরিচালনাগত নির্দেশিকা : ১) সমস্ত কর্মক্ষেত্রের এলাকায় প্রবেশদ্বার, ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিন, সভাগৃহ / খোলা জায়গা / বারান্দা, ব্যাঙ্কার, পোর্টা ক্যাবিন, বিল্ডিং, বিভিন্ন সর'াম, লিফট, ওয়াশরুম টয়লেট সিংক, ওয়াটার পয়েন্ট, দেওয়াল ও অন্যান্য সারফেসকে মানুষের পক্ষে অক্ষতিকারক জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।২) বাইরে থেকে আসা কর্মীদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্ষেত্রে এসব বাহনে মাত্র ৩০-৪০ শতাংশ প্যাসে'র বসতে পারবে। ৩) কর্মক্ষেত্রে আসা সমস্ত যানবাহনকে স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ৪) কর্মক্ষেত্রে ঢোকা ও বাইরে যাওয়ার সময় সবার শরীরের তাপমাত্রা থার্মাল পদ্ধতিতে পরীক্ষা করতে হবে। ৫) কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ৬) সর্বসাধারণের ব্যবহৃত জায়গা এবং প্রবেশ ও নিকাশদ্বারে হ্যাণ্ডওয়াশ ও স্যানিটাইজার-এর (যথাসম্ভব টাচ ফ্রি) ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে এসবের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৭) কর্মক্ষেত্রে দুই শিফট-এর মধ্যে এক ঘন্টার ব্যবধান থাকবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আলাদা আলাদা সময়ে দুপুরের খাবার খেতে হবে। ৮) ১০ জনের অধিককে নিয়ে বৈঠক না করা। কাজের সময় বা বৈঠকের সময় কমপক্ষে ৬ ফুট দূরত্বে বসতে হবে। ৯) একসাথে ২/৪ জনের বেশি (সাইজ অনুযায়ী) লিফট ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। ১০) সিঁড়ি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে। ১১) মদ, গুটকা, তামাক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার ও থু থু ফেলা নিষিদ্ধ। ১২) অপ্রয়োজনীয় কোনও ব্যক্তিকে আসতে দেওয়া হবে না। ১৩) কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য চিহ্নিত হাসপাতালের তালিকা সবসময় কর্মক্ষেত্রে রাখতে হবে।

করোনা-হানায় ত্রস্ত সমগ্র বিশ্ব, পৃথিবীব্যাপী মৃত্যু বেড়ে ১৩৪,১৭৮

ওয়াশিংটন, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): বিশ্বের কোনও না কোনও দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও সংক্রমণের সংখ্যা। রাশ টানাই যাচ্ছে না। নভেল করোনাভাইরাসের হানায় পৃথিবীব্যাপী ফের বাড়ল মৃত্যু ও সংক্রমণ। কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ১৪৩,৮০২-এ পৌঁছেছে। সংক্রমিত কমপক্ষে ২,১৫২,৬৪৭ জন মানুষ।

১৭ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২,১৫২,৬৪৭ জন। মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ১৪৩,৮০২। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ইতালিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৮,৯৪১, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ১৮৪,৯৪৮, আমেরিকায় ৬৬৭,৮০১, ফ্রান্সে ১৪৭,০৯১ এবং জার্মানিতে ১৩৭,৬৯৮ জন।

রাজস্থানে করোনায় সংক্রমিত আরও ৩৮ জন, আক্রান্ত বেড়ে ১১৬৯

জয়পুর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থানে করোনাভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩৮ জন। নতুন করে ৩৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১১৬৯-তে পৌঁছেছে। শুক্রবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, টোঙ্ক জেলায় নতুন করে ৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, যোধপুরে ১৮ জন, জয়পুরে ৫ জন, ঝুনঝুনুতে একজন, নাগাউরে দু''জন, আজমের-এ একজন, ঝালাওয়ারে একজন এবং কোটায় ৪ জন সংক্রমিত হয়েছেন। সবমিলিয়ে শুক্রবার সকাল ন'টা পর্যন্ত রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১১৬৯।

এনসেফেলাইটিস-আতঙ্ক বিহারে, মুজফরপুরে বাড়ছে অসুস্থ শিশুর সংখ্যা

মুজফরপুর (বিহার), ১৭ এপ্রিল (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেই এনসেফেলাইটিস আতঙ্ক বাড়ছে বিহারের মুজফরপুরে। মুজফ্‌ফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ইতিমধ্যেই অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম আক্রান্ত (এইএস) ৯ জন রোগীকে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৩ জন রোগী এবং মৃত্যু হয়েছে একজনের। শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রের খবর, অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস) আক্রান্ত ৯ জন রোগীকে ইতিমধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩ জন, মৃত্যু হয়েছে একজনের। বাকি ৫ জনের চিকিৎসা চলছে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে বিহারের মুজফরপুরে এনসেফেলাইটিসে মৃত্যু হয়েছিল ১৪০টির বেশি শিশুর।

শোপিয়ানে সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, এনকাউন্টারে খতম সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাকিস্তানে করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ৭,২৬১, মৃত্যু ১৩৭ জনের

ইসলামাবাদ, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): পাকিস্তানে হু হু করে বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭,২৬১-তে পৌঁছেছে। আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক পঞ্জাব প্রদেশে, সেখানে সংক্রমিত ৩,৩০১ জন, সিন্ধু প্রদেশে ২,২১৭ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৯৯৩, বালোচিস্তানে ৩০৫, ইসলামাবাদে ১৫৪, গিলগিট-বালতিস্তানে ২৪৫, আজাদ কাশ্মীরে ৪৬। সংক্রমণের পাশাপাশি পাকিস্তানেও মৃত্যুও বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১৩৭ জনের। পাক প্রশাসন সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৪৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৩৬, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৪৫, বালোচিস্তানে ৫, ইসলামাবাদে ১, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩ জন।

মানা হচ্ছে না লকডাউন নিয়ম, দেদার কেনাকাটা কোচবিহারে

কোচবিহার, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় লকডাউনকে শিকেয় তুলে সকাল থেকেই কোচবিহার-২ ব্লকের রাজারহাটে ভিড় করছেন কাতারে কাতারে মানুষ। শুক্রবার সকাল থেকেই কেনাকাটা করতে প্রচুর পরিমাণে ভিড় দেখা যায় সেখানে। বেশ কিছু লোকের মুখে মাস্ক ছিল না বলে অভিযোগ।

কেউ প্রয়োজনীয় সবজি সংগ্রহ করতে, আবার কেউ মাছ-মাংস নিতে ভিড় জমিয়েছেন। কার্যত গাদাগাদি করে কেনাকাটা সাড়ছেন সকলে। স্বাস্থ্যবিধির কোন নিয়মে মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের সঠিক নজরদারির অভাবের ফলেই লোকজনের ভিড়ের এরকম দৃশ্য দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও সদর মহকুমাশাসক সঞ্জয় পাল বলেন, 'প্রশাসন যথেষ্ট সতর্ক রয়েছে। সাধারণ মানুষেরও সচেতন হওয়া উচিত।' বিষয়টি নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রযুক্তিগত ত্রুটি, পঞ্জাবে জরুরি অবতরণ অ্যাপাচে হেলিকপ্টারের

হোশিয়ারপুর (পঞ্জাব), ১৭ এপ্রিল (হি.স.): প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে পঞ্জাবের হোশিয়ারপুর জেলায় জরুরি অবতরণ করল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার। কন্টোল প্যানেলে সতর্কতামূলক এলার্ম বাজার পরই কোনওরকম ঝুঁকি নেনি পাইলট, তৎক্ষণাৎ হোশিয়ারপুর জেলার হাজিপুর ব্লকের অন্তর্গত বুধাওয়ার গ্রামে কৃষিজমিতে অবতরণ করে অ্যাপাচে হেলিকপ্টার।

পাঠানকোট বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে টেকঅফ করেছিল অ্যাপাচে হেলিকপ্টারটি। ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দু''জন পাইলট সুরক্ষিত রয়েছেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই এই বিপত্তি।

রাজ্যের জরুরী ত্রাণ তহবিলে সাহায্য করলেন অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা

ক্যানিং, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : নিজেদের সামান্য রোজগারের মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে রাজ্যের জরুরি ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ টাকা তুলে দিলেন অঙ্গনওয়ারী কর্মী ও সহায়িকারা। ক্যানিং ১ ব্লকের অন্তর্গত প্রায় পাঁচশ অঙ্গনওয়ারী কর্মী ও সহায়িকারা নিজেদের বেতনের থেকে কিছু কিছু টাকা চাঁদা দিয়ে এই এক লক্ষ টাকা তুলে দেন করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের জরুরী ত্রাণ তহবিলে। শুক্রবার ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসকের দফতরে গিয়ে সেই সংক্রান্ত কাগজপত্র আধিকারিকদের হাতে তুলে দেন অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা।

অঙ্গনওয়ারী কর্মী ও সহায়িকাদের বেতন খুবই সামান্য। কিন্তু তবুও রাজ্যকে করোনা মুক্ত করে তুলতে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছেন, তার সেই চেষ্টার শরিক হতে রাজ্যের জরুরী ত্রাণ তহবিলে এই টাকা তুলে দিলেন তারা। এই ক্যানিং ১ ব্লকের অঙ্গনওয়ারী কর্মী ও সহায়িকাদের কেউ দুশো টাকা চাঁদা দিয়েছেন তো কেউ পাঁচশো। কেউ বা আরও কম, সব মিলিয়ে ক্যানিং ১ ব্লকের অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা জোগাড় করে ফেলেন। এক লক্ষ টাকা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জরুরী ত্রাণ তহবিলে দিলে ও বাকি কুড়ি হাজার টাকা তারা তুলে দেন ক্যানিগ ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমান সদস্য পরেশরাম দাসের হাতে। কারন লকডাউনে যে সমস্ত দুঃস্থ মানুষজন খাবারের অভাবে রয়েছেন সেই সমস্ত মানুষজনের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন পরেশরাম। আর সেই কারণে সেই ত্রাণ তহবিলে সাহায্যের জন্য সেখানেও কুড়ি হাজার টাকা দান করেন অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা। অঙ্গনওয়ারী কর্মী ও সহায়িকাদের এই উদ্যোগে খুশি সিডিপিও থেকে স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা। নিজেদের স্বল্প বেতনের মধ্যে দিয়ে যে উদ্যোগ এই সমস্ত অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা নিয়েছেন তাদের সেই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলেই।

কাশ্মীরে সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, শোপিয়ানে এনকাউন্টারে খতম দু''জন সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সেনাবাহিনী, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে খতম হয়েছে দু''জন সন্ত্রাসবাদী। শোপিয়ান জেলার দাইরু এলাকার ঘটনা। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার দাইরু এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর ৪৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ। রাতভর অভিযানের পর, শুক্রবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ সুরক্ষা বাহিনী এবং জঙ্গিদের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। দীর্ঘ সময় ধরে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে দু''জন জঙ্গি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছে।

করোনা সংক্রমণ এলাকায় তাও হুঁশ ফেরেনি বেলগাছিয়ার

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.): এলাকা থেকে করোনা সংক্রমনের খোঁজ মিলেছে তিনদিন সাতজনের। মৃত্যুও হয়েছে একজনের করোনা আক্রান্ত হয়ে। কিন্তু তাতেও হুঁশ ফেরেনি বেলগাছিয়া বস্তির। অবাধে চলছে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা। ব্যারিকেড দিয়ে ঘেরাও করে দেওয়া হলেও মানা হচ্ছেনা কোনও নিয়মই। বেশ কিছুদিন আগে বেলগাছিয়া বস্তিতে করোনা আক্রান্ত হয়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তার পরিবারের ১৪ জনকে কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়েছিল। কড়া নিরাপত্তায় ওই এলাকার প্রবেশ ও বেরোনোর পথ গুলিকে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় পুরসভার বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের দল গিয়ে যা দেখলেন তাতে কার্যত হতাশ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের। সামাজিক দূরত্ব এলাকা ঘিঞ্জি হওয়ার কারণে যে মানা যাচ্ছে না শুধু তাই নয়, বরং মেলামেশাও চলছে অবাধে।

স্বাস্থ্য দফতর ও পৌরসভার কর্মীরা যৌথভাবে ওই এলাকা পরিদর্শনে যান এবং সেখানকার বাসিন্দাদের থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। ওই এলাকায় গত কয়েক সপ্তাহে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজনের তবে ওই একজন ছাড়া বাকিদের মৃত্যুর কারণ করোনা কিনা তা নিয়ে কিছু জানা যায়নি। এই অবস্থায় আরও ৫০ জনকে কোয়ারান্টিনে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।